বসন্তকুমারী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

VASANTA KUMA'RI.

PART. I.

BY

UMACHARANA CHAKRABARTTI.

FIRST EDITION.

কলিকাতা।

কলুটোলা ষ্ট্রীট্ ৬৭ নং ভবন, নূতন ভারত যন্ত্রে
মুদ্রিত।

মূল্য ৸৹ আনা।

উৎসর্গ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায়।

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনাকে যাহা ভক্তির সহিত দেওয়া যায়, আপনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। আমি আমার অনলঙ্কৃতা বসন্তকুমারীকে আপনাকে সমর্পণ করিলাম। যদি ইহা আপনার কাছে আদরণীয় হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

২৯ অগ্রহায়ণ।
বঙ্গাব্দ ১২৭৮।

বশম্বদ।
শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন।

বসন্তকুমারী প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অনুবাদ নহে। অকৃত্রিম মিত্রতা, প্রকৃত অধ্যবসায়, পবিত্র-প্রণয় প্রভৃতি এই সকল গুণ বর্ণন করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নায়ক নায়িকার গুণ সকল যথাসাধ্য বর্ণন দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতির পাঠোপযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি; যদি ইহা এক্ষণে পাঠকমণ্ডলীর কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে বিনয় বচনে স্বীকার করিতেছি যে, সময়াভাবে মুদ্রাঙ্কন সময়ে পুস্তকখানি দেখিতে পারিনাই; তাহাতে মধ্যে মধ্যে যে ভ্রম দৃষ্ট হইবে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাকে এবার মাপ করিবেন।

২৯ অগ্রহায়ণ।
বঙ্গাব্দ ১২৭৮।

শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী।

বসন্তকুমারী।

প্রথম খণ্ড।
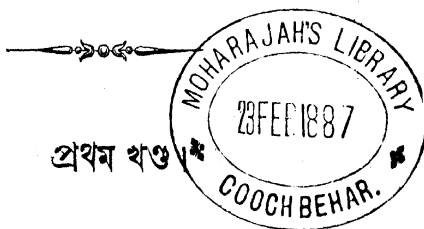
প্রথম সর্গ।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে তর্ণি বংশোদ্ভূত চন্দ্রসেন নামক এক মহাতেজস্বী নরপতি, স্বীয় বাহুবলে কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। একদা নিদাঘ কালে উক্ত নৃপতি আপনার সভাগারে উপবিষ্ট হইয়া অবহিত চিত্তে প্রকৃতি পুঞ্জের হিতানুষ্ঠানে রত আছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক সামন্ত আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! কোন এক ভূতিকাম ভঙ্গুর-মতি নরপতি, অনর্থ অর্থলোভে বিমুগ্ধ হইয়া, দয়া ধর্ম্মাদি বিসর্জ্জন করত এক অক্ষোহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে, মত্তকুঞ্জরের ন্যায় আপনার রাজধানী অভিমুখে আসিতেছেন। যে সমুদয় প্রদেশ একবার মাত্র তাঁহার পদাঙ্কে অঙ্কিত হইতেছে, তৎপরে তাহার প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে একবারে স্থানে

স্থানে প্রভূত পরিমাণে মনুষ্য দেহ, গণ্ড শৈলের ন্যায় সংস্থাপিত হইয়া, তাহা হইতে ভীষণ বাহিনীর ন্যায় শোণিতের প্রবাহ ব্যতীত, আর কিছুই তৎকালেদৃষ্টি পথে পতিত হয় না।

রাজা চন্দ্রসেন স্বীয় অমাত্য প্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; ক্রোধে তাঁহার আকর্ণ বিস্তৃত বিশালাক্ষ, সমধিক রক্তাভ হইয়া বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছে। রাজ সভাস্থিত যাবতীয় পারিষদ বর্গ তাঁহার তদানীন্তন ভীমাকার সম্বলিত শরীর গত অন্যান্য ভাব অবলোকন করিয়া, তাঁহা-দের স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিল, যেন সংসার নাশার্থ স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইয়াছে।

যাহা হউক রাজার তথাবিধ ক্রোধাতিশয় দর্শন করিয়া কেহই আর তাঁহার ক্রোধ হুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে শান্তি বারি প্রক্ষেপে সাহসী হইলেন না। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, চন্দ্রমৌলি নামক রাজ মন্ত্রী সভা সমক্ষে দণ্ডায় মান হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহা-রাজ! ক্রোধ সম্বরণ করুন; এবম্বিধ সময়ে ভবৎ সদৃশ ধীমান্ নৃপতি দিগের রাগের বশীভূত হইলে তাহাতে দুর্ণাম আছে; অতএব যাহাতে বিপক্ষ পক্ষ দেশ হইতে দূরীভূত হয়, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ করুন; এই বলিয়া রাজ মন্ত্রী মৌনাবলম্বন করিলেন।

মহারাজ চন্দ্র সেন, আপনার ধীমান্ মন্ত্রি-মুখ্যের এব-ম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

মন্ত্রিন্! তুমি স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ কর; আমি আপনিই শত্রু পক্ষ উদ্দেশে বহির্গত হইব, এই বলিয়া তিনি মন্ত্রীকে বিদায় পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রী রাজাদেশে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধ সজ্জার্থ প্রস্থান করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে নগরের চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; অশ্বারোহী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সৈনিকবর্গ নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল; সশস্ত্র পদাতিক বৃন্দ এক স্থানে সমবেত হইয়া আপনাদের সেনাপতি দিগের আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যুদ্ধ সজ্জা পরি সমাপ্ত হইলে পর, রাজা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া জ্বলনাশ্মা বিনির্ম্মিত কিরীট শীর্ষ দেশে ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্রী সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। এই রূপে মহারাজ চন্দ্র সেন সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রু পক্ষ উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, রাজার এবং দেশের মঙ্গল উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইলেন।

মহারাজ চন্দ্রসেন প্রস্থান করিলে পর, চক্রাঙ্গ নামক ত্বদীয় পুত্র, আপনার পিতাকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ গমনার্থ উৎসুক হইলেন। তিনি আপনার পিতার অবশিষ্ট সৈন্য দিগকে একত্র মিলিত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে স্বীয় পিতার লক্ষ্য পথেরপথিক হইলেন।

কিয়ৎ দিবস অতীত হইলে পর, একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে নৃপতি চন্দ্র সেন যাবতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আহারাদি সমাপনান্তর বিশ্রামের উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজার নয়ন গোচর হইল যে, স্বীয় স্কন্ধাবারের অনতি দূরে রজঃরাশি উড্ডীয়মান হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। রাজা অকস্মাৎ এই অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহণার্থ স্বীয় পার্শ্বোপবিষ্ট চন্দ্রমৌলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মন্ত্রিন্! ঐ দেখ একটা প্রকাণ্ড ধূলিরাশি উড্ডীয়মান হইয়া শূন্যমার্গ আচ্ছন্ন করত আমাদের শিবিরাভিমুখে আসিতেছে। আর আমার এরূপ বোধ হইতেছে যেন উহার মধ্য হইতে এককালীন সহস্র সহস্র অশ্বের হ্রেষারব ও মাতঙ্গের বৃংহিত শব্দ, উত্থিত হইয়া আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। মন্ত্রী রাজার তথাবিধ ভয়াবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, যে কোন ব্যক্তি যে স্থানে যে অবস্থাতেই থাকনা কেন, সকলেই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় স্বীয় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হও। রাজমন্ত্রীর তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যাবতীয় সৈনিক পুরুষ তাঁহার বাক্যের সম্পূর্ণ অবসান না হইতেই, সকলেই স্বীয় স্বীয় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তৎপরে দৃষ্টিগোচর হইল, সেই প্রকাণ্ড ধূলিরাশির অভ্যন্তর হইতে সন্ধ্যাকালীন তারকার ন্যায় সহস্র সহস্র শস্ত্রধারী বীর পুরুষ বহির্গত হইতে

লাগিল। প্রথমতঃ দুই দল দূর হইতে পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল; পরক্ষণেই উভয় পক্ষ অধিকতর সন্নিহিত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে উভয়ে উভয় দলের উপর, অস্ত্রাদি সঞ্চালন দ্বারা একেবারে সহস্র সহস্র প্রাণীদিগকে কৃতান্তের আতিথ্য স্বীকার করাইতে লাগিল। বারম্বার তোপ-ধ্বনি হওয়াতে তদানীন্তন উভয়পক্ষস্থিত সৈন্য সমূহের ভীষণ কোলাহল ধ্বনির বিন্দুমাত্রও শ্রবণ গোচর না হইয়া, কেবল বজ্র নির্ঘোষ তুল্য ভয়ঙ্কর তোপ শব্দে কর্ণবিবর বধির হইতে লাগিল। ধূমে চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকার হওয়াতে অশ্বারোহী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরবর্গ, সেই প্রগাঢ় অন্ধকার সহায় করিয়া একেবারে সহস্র সহস্র প্রাণীদিগকে যম-নিকেতনে প্রেরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে চতুর্বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইলে পর দৃষ্টিগোচর হইলে যে, এককালে সহস্র সহস্র প্রাণী ভীষণ সমর ক্ষেত্রের শোণিত-তল্পে শয়িত হইয়াছে। তখন উভয় পক্ষীয় ভূপতি এই দারুণ হৃদয়-বিদারক অত্যাচার দর্শনে যার পরনাই ব্যথিত হইলেন, এবং যত দিন পর্য্যন্ত সংগ্রামের বিরাম না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত দিন দিন কেবল সহস্র সহস্র প্রাণীদিগকে পার্থিব লীলা সম্বরণ করিতে হইবে, এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা তখন পরস্পর সৌহৃদ্য সূত্রে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত আকিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

এই রূপ বিবেচনার অব্যবহিত পরে, মহারাজ চন্দ্র

সেন আপনার এক সুদক্ষ পারিষদকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে দৌত্যকার্য্যের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি করণার্থ যাবতীয় বিষয় যথাবিহিত রূপে অবগত করাইয়া, তাঁহাকে বিপক্ষ শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

ওদিকে বিপক্ষীয় ভূপতি, রাজা চন্দ্রসেনের শিবিরে দূত প্রেরণের উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে দৌবারিক আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! পটমণ্ডপের দ্বারদেশে চন্দ্রসেনের দূত দণ্ডায়মান আছেন; এক্ষণে আপনার আজ্ঞানুসারে আমাকে কি করিতে হইবে? রাজা, চন্দ্রসেনের দূত, এই কথা শ্রবণ মাত্র সাতিশয় হর্ষিত হইয়া দ্বারস্থিত দর্শককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দৌবারিক! তুমি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় দূতকে আমার সমীপদেশে আনয়ন কর। এই রূপে দূত রাজা দেশে তাঁহার সন্নিহিত হইলে পর, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দূত! তোমার প্রভু তোমাকে কি আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন? দূত নতশির হইয়া কহিল মহারাজ! আমার প্রভু কহিয়াছেন, যাহাতে অনর্থের মূলীভূত সংগ্রাম, সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া পরস্পর সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় স্থানে যাওয়া যায়, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ করুন। আর তিনি আমাকে ভূয়োভূয়ঃ কহিয়া দিয়াছেন যে দূত! তুমি রাজাকে কহিবা, অরণ্যানী বিহারী তুন্দুমার হিংস্র জন্তুদিগের ন্যায়, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্যেরা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, রক্ত স্রবে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিলে তাহাতে তাঁহাদের মনুষ্য

নামের লাঘব আছে। কেবল অনর্থ অর্থ লোভে বিমুগ্ধ হইয়া জিগীষা বৃত্তি বলবতী রাখা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম; দূত এবম্বিধ নানা প্রকার কহিয়া মৌনাবলম্বন করিল।

রাজা দূত প্রমুখাৎ স্বকোপল কল্পিত বিষয়ের সন্দেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যার পরনাই আনন্দিত হইলেন, এবং ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া একাকী দূত সমভিব্যাহারে রাজা-চন্দ্র সেনের দূষ্য উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যাহা হউক এই রূপে উভয় পক্ষের মনোমালিন্যের পর্য্যবসান হইলে পর, তখন উভয় ভূপতি পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের কিয়ৎক্ষণ সম্ভাষণের পর অন্যতর ভূপতি, রাজা চন্দ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! তোমাকে আমার সমভিব্যাহারে আমার রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে। নৃপতি চন্দ্রসেন স্বীয় মিত্রের এবম্বিধ সম্ভাষণে যারপরনাই প্রীতি প্রাপ্ত হই-লেন, এবং আপনার যাবতীয় সৈন্যদিগকে কোন এক বিশ্বাসী ও ধর্ম্ম-ভীরু অমাত্যের সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ-ধানীতে পাঠাইয়া, স্বয়ং আপনার মিত্ররাজ্য গমনে উদ্যত হইলেন। উভয় নৃপতি একরথে আরোহণ করিলেন, এবং রাজা চন্দ্রসেনের চক্রাঙ্গ নামক যে এক পুত্র, তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন, তিনিও আপনার পিতার বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সারথি সময় বুঝিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ চিৎকার শব্দ করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে তাঁহারা এক রথে উপবিষ্ট হইয়া নানা স্থান

পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরমানন্দে ও মনের সুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎদিবস অতীত হইলে পর, রথ ক্রমে ক্রমে গন্তব্য স্থানের সন্নিহিত হইল; তখন অন্যতর ভূপতি আপনার রাজধানীরদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চন্দ্র সেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! দেখ দেখ! ধবলগিরি-বিনিন্দিত শ্বেতবর্ণ প্রান্ততোবৃতি, অনুপমনৈপুণ্য সহকারে দৃঢ় রূপে নগরের চতুর্দ্দিকে সংস্থাপিত রহিয়াছে। শত্রু পক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা হেতু সশস্ত্র বীর পুরুষেরা তদুপরে দণ্ডায়মান হইয়া সতত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

যাহা হউক রথ ক্রমে ক্রমে নগর বর্ত্মে-উপস্থিত হইলেপর, যাবতীয় প্রধান প্রধান নাগরিকেরা, রাজা লব্ধ-জয় হইয়া আসিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, সকলেই পরম পুলকিত চিত্তে রাজ-সন্দর্শনার্থ রাজ পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সরণির উভয় পার্শ্বস্থিত সুসৌধাবলি হইতে কুলকামিনীগণ বাতায়ন নির্ম্মোচন পূর্ব্বক কর প্রসারণ করিয়া, রাজার রথোপরে পুষ্পমালা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথ প্রবল বেগে গমন করাতে কেহই ক্ষণকাল ব্যতীত রাজ-সন্দর্শন লাভ করিতে পারিলেন না। রাজা পৌরজন বর্গের মনোরঞ্জনার্থ সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সূত! রথের প্রবল বেগ সম্বরণ করিয়া দর্শক বর্গকে আনন্দিত কর। সারথি রাজাদেশে অশ্ব-রজ্জু সঙ্কুচিত করাতে রথের মন্দ মন্দ গতি হইল; যাহারা

আজন্মকাল রাজাকে দেখিতে পায় নাই, তাহারা এই অবসরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এই রূপে রথ রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, রাজা চন্দ্রসেন পুত্র সমভিব্যাহারে স্বীয় মিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং এক অপূর্ব্ব ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিন সপুত্র-চন্দ্রসেন, স্বীয় মিত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন। দেখিলেন যে তাহাতে মল্লিকা মালতী কুন্দ করবী প্রভৃতি নানাজাতি পুষ্প, এক কালে প্রস্ফুটিত হইয়া, সুমন্দ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চালন সহকারে সৌরভ বিস্তার করত চতুর্দ্দিগ আমোদিত করিতেছে। কোন স্থানে নীল, পীত, লোহিতাদি নানাবর্ণের পাদপ সমূহ, ফলভরে অবনত হইয়া উদ্যানের অশেষ বিধ শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক, লোকের দর্শনেন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে। রাজা চন্দ্রসেন উদ্যানের এবম্বিধ অপরূপ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়িষ্ঠ প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, নন্দন কানন কোন অংশে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে। এই রূপে তিনি শোভা সন্দর্শন লালসায় উদ্যানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম সুখ সেবার্থ উৎসুক হইলেন। তাঁহার সহচর ভূপতি তদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐ পরমরমণীয় উদ্যানস্থিত একটী মনোহর অট্টালিকার মধ্যে লইয়া

গেলেন। তথায় রাজাদেশে একদল নর্ত্তকী উপস্থিত হইল; তাহারা বিবিধ বেশ ভূষায় বিভূষিতা হইয়া অনুপম নৈপুণ্য সহকারে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিল।

মহারাজ চন্দ্রসেনের পুত্র চক্রাঙ্গ, এ পর্য্যন্ত পুষ্পোদ্যানের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া প্রীতি প্রফুল্ল মনে তাহাই আন্দোলন করিতে ছিলেন। তিনি, যে অল্প সময় মাত্র উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত না হইয়া নাট্য শালার একটী বাতায়ন নির্ম্মোচন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া পুষ্পপুঞ্জের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে চতুর্দ্দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব ঘটনা তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিল। দেখিলেন যে এক অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না পূর্ণ-যৌবনা-কামিনী, আপনার সহচরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরস্থ প্রাসাদের শিখরদেশে দণ্ডায়মানা আছেন। চক্রাঙ্গ, সেই কামিনীর অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সহজেই রাজতনয়া বলিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি সায়ংকালীন গগণমণ্ডলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দর্শন-মানসে সঙ্গিনীগণ সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে স্থানে কুমার চক্রাঙ্গ বাতায়ন নির্ম্মোচন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিলেন, অকস্মাৎ রাজতনয়ার দৃষ্টি সেই স্থানে নিপতিত হইল।

চক্রাঙ্গকে দেখিবামাত্র তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনের মধ্যে কিরূপ এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া তাঁহার চিত্তকে সমধিক যাতনা প্রদান করিতে লাগিল; শরীর এককালীন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার সহচরীবর্গ, তাঁহাকে এবম্বিধ ভাবান্বিতা দেখিয়া সভয়চিত্তে তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

কুমার চক্রাঙ্গ, নৃপতনয়াকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া বিরস বদনে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পিতার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। চন্দ্রসেন ও ত্বদীয় মিত্র, এ পর্য্যন্ত তাঁহারা উভয়েই আপন আপন তনয় ও তনয়ার ব্যবহার দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে চন্দ্রসেন ত্বদীয় মিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! তোমার তনয়া যে রূপ অসামান্যা-রূপ-গুণ-সম্পন্না, আমার পুত্রও তদনুরূপ অশেষ গুণের একাধার স্বরূপ; আবার তাহাতে উহাদের বয়সের যে রূপ সৌসাদৃশ্য আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় উহাদিগকে পরস্পর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা কোন অংশে অঙ্গহীন হয় না। রাজা, চন্দ্রসেনের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় পুলকিতচিত্তে কহিলেন সখে! তুমি যথার্থ অনুভব করিয়াছ; আমিও পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম যে মদীয় তনয়াকে তোমার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিব, এই বলিয়া তিনি স্বীয় তনয়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

ও দিকে নৃপতনয়া স্বীয় আবাস গৃহের একান্ত দেশে আসীন হইয়া কুমার চক্রাঙ্গের প্রতিকৃতি, স্বীয় চিত্ত-ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে ছিলেন; এবং কখন কখন স্বীয় দুগ্ধফেণ-নিভ শয্যোপরি আসীন হইয়া, কপোল-দেশে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক পৌর্ণমাসী শশধরের ন্যায় আপনার বদন-সুধাকর, চক্রাঙ্গের অদর্শন-জনিত মালিন্য-রূপ জলদ-জালে আচ্ছাদিত করিয়া অশ্রু-বিন্দু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি আপনার পিতাকে সমাগত দেখিয়া, সপ্রতিভের ন্যায় স্বীয় প্রকৃত ভাব গোপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন পিতঃ! এ স্থানে কি নিমিত্ত পদার্পণ করিয়াছেন? রাজ-তনয়া যদিও এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার তদানীন্তন কলুষিতাক্ষি ও মুখের মালিন্যভাব অবলোকন করিয়া রাজার স্পষ্টই বোধ হইয়াছিল যে, তিনি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন। যাহা হউক তিনি আপনার তনয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! তুমি, মহারাজ চন্দ্রসেনের পুত্র কুমার চক্রাঙ্গের পাণিগৃহীতী হইবে। বিদুষী-নৃপ-বালিকা স্বীয় জনকপ্রমুখাৎ আপনার পরিণয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, লজ্জার বশীভূত হইয়া অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা স্বীয় তনয়ার এপ্রকার অবস্থাকে সম্মতি সূচক বিবেচনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যাহা হউক পরিশেষে পরিণয় কার্য্য সমাহিত হইলে পর, একদিন নৃপতি চন্দ্রসেন, স্বীয় পুত্র ও পুত্রবধূ

সমভিব্যাহারে স্বদেশ গমনের প্রস্তাব করিলেন; অবিলম্বেই তাঁহার প্রার্থিত বিষয় সুসম্পাদিত হইল। এইরূপে চন্দ্রসেন বৈরনির্যাতন মানসে বহির্গত হইয়া, স্বীয় পুত্রের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক প্রবল প্রতাপান্বিত ঘোর শত্রুর সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী ও জীবন চিরস্থায়ী নহে; নৃপতি চন্দ্রসেন এই চিরন্তন নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কিছুকাল আমোদ প্রমোদের পর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ধীমান্ নৃপকুমার, আপনার পিতার যাবতীয় গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার হেমময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অবহিত চিত্তে প্রজাপুঞ্জের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এক দিন মধ্যাহ্ন সময় অতীত হইলে পর, চক্রাঙ্গ স্বীয় অবরোধ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন যে, রাজমহিষী তত্রত্য সুকোমল শয্যোপরি আসীন হইয়া ইতস্ততঃ পাশক সঞ্চালন করিতেছিলেন। তিনি অকস্মাৎ নৃপতিকে সমাগত দেখিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও তৎপরে সহাস্য-আস্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন নাথ! আমার নিতান্ত ইচ্ছা, আপনার সহিত দ্যুত ক্রীড়ায় আসক্ত হই। চক্রাঙ্গ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! আমার সহিত দ্যুত ক্রীড়ায় যদি মনের প্রীতি সম্পাদন কর, তবে আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হই; এই বলিয়া তিনি স্বীয় মহিষীর সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, শনৈঃশনৈঃ

মলয়ানিল বহমান হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা অক্ষ ক্রীড়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, সম্মুখস্থিত বাতায়ন নির্ম্মোচন পূর্ব্বক তদ্দারা দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড, তাঁহাদের নয়ন-পথে পতিত হইয়া উভয়ের চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন পক্ষে বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিল। দেখিলেন যে সুসৌধের পার্শ্বস্থিত বাহিনীর তীর দিয়া, বানর-নিচয়, এক খানি অবতারণিকার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে। মহানুভব-নৃপতি এবম্ভূত বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকনান্তর, যারপরনাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ গমন করিলেন। তৎপরে জানিতে পারিলেন, যে তরণ্যাধ্যক্ষ সার্থবাহ, তাহাদের মধ্য হইতে একটী শাবক অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন। দয়াশীল নৃপতি, বানর নিকরের এতাদৃশ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন, এবং সেই সার্থবাহের হস্ত হইতে বানরকে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। কপিদল রাজপ্রসাদে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তৎপরে সেই পূর্ব্ববন্দীভূত বানর কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে প্রণাম করিয়া, ভীষণ অরণ্যানী নিবাসী অসভ্য জাতির ন্যায় বন্য ভাষাতে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল মহারাজ! বিধাতা আপনাকে অতুলগুণ-ভূষণে মণ্ডিত করিয়াছেন; আজ আমি আপনার সেই লোক হিতৈষী গুণ প্রভাবে বন্দী দশা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম;

কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি, পরমেশ্বর আপনাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া চিরজীবী করুন। রাজা বানরের এতাদৃশ সম্ভাষণে যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; তৎপরে কহিতে লাগিলেন বানর! তোমরা পশুজাতি, আবহমানকাল বাক্‌শক্তি বিরহিত, কি প্রকারে এবম্বিধ কথা কহিতে সক্ষম হইলে? বানরেরা আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইল; রাজা তখন স্বীয় অভিলষিত বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া বানর দিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তোমরা কখনই কোন প্রাণীকে আবদ্ধ করিও না, এই বলিয়া তিনি সন্ধিহান চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাজমহিষী, গবাক্ষদ্বার নির্ম্মোচন পূর্ব্বক বানর নিকরের অনৈসর্গিক ব্যবহার আনুপূর্ব্বিক দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ঐ বন্দীভূত বানরকে তাহাদের শাবক বিবেচনা করিয়া আপনি মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলেন, হায়! যদিস্যাৎ বানরেরা ঐ শাবকটীকে উদ্ধার করিতে না পারিত, তাহা হইলে উহারা এই ভীষণ স্রোতস্বতীর অম্বুরাশিতে প্রবেশ করিয়া জীবন নাশ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইত না। পশুজাতিদিগের যে এতাদৃশ, সন্তানবাৎসল্য আছে, তাহা আমি এপর্য্যন্ত জানিতে পারিনাই; আহা! যদিস্যাৎ আমার গর্ভে একটী সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে আমি তাহাকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ক্রোড়দেশ হইতে পরিত্যাগ করিতাম না। এইরূপে রাজমহিষী আপনার বন্ধ্যা-দশা-

নিবন্ধন, অধোবদনে ম্লানভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে রাজা, প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় মহিষী আপনার দক্ষিণ বাহু কপোলদেশে বিন্যস্ত করিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না আছেন। তিনি অকস্মাৎ আপনার মহিষীর এইরূপ অবস্থা দর্শনে যারপরনাই বিস্মিত ও ভীত হইলেন, এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়ে! কি নিমিত্ত এতাদৃশ নিদারুণ শোকের বশীভূত হইলে? মহিষী, রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন নাথ! যে পুত্রের মুখাবলোকনের নিমিত্ত স্ত্রীজাতি ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃসহ গর্ভযন্ত্রণা অক্ষুব্ধ মনে সহ্য করিয়া থাকেন, যে পুত্রের জীবন রক্ষার নিমিত্ত নারীগণ, স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, সেই পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া অশেষ সুখসম্পদ মধ্যে মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি নানাপ্রকারে পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

নৃপতি, স্বীয় মহিষী প্রমুখাৎ এবম্বিধ হৃদয়বিদারকবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! অপত্য অনুৎপাদন নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক ও পরিতাপ করিবার আবশ্যক নাই। এই পৃথ্বীমণ্ডলে কোটী কোটী মনুষ্য বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে সুখী নহেন; যাঁহার ধন আছে, তাঁহার পুত্র নাই; যাঁহার পুত্র আছে তাঁহার ধন নাই; এইরূপ যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকে দেখা যায় যে,

মানব মাত্রেই কোন না কোন অসুখে আবদ্ধ আছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যে এই চিরন্তন নিয়ম অতিক্রম করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী হইব, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্ত ভ্রান্তির কর্ম্ম। আর বিশেষতঃ মনুষ্যগণ যখন যে অবস্থাতে অবস্থিত হউন না কেন, তখন তাঁহাদের সেই অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অনর্থ ভ্রান্তির অনুবর্ত্তী হইয়া দৈবের প্রতি দোষার্পণ করিলে তাহাতে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। অতএব তুমি আর ও বিষয় আলোচনা করিয়া মনকে ক্লিষ্ট করিও না; এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

পরদিন রজনী প্রভাত হইবামাত্র, রাজমহিষী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্য-আস্যে নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন নাথ! আমি গত বিভাবরীতে এক অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়াছি; যদি তাহা বাস্তব ঘটনায় পর্য্যস্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের আর সুখের অবধি থাকে না। আমি অপত্য অনুৎপাদন নিবন্ধন, সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া আপনকার কুসুম বনস্থিত কপর্দ্দীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক কুশাসন বিন্যস্ত করিয়া আসীন হইলাম, এবং মন্দিরস্থ সেই দেব-দেব-মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করিয়া কহিলাম ভগবন্! তোমার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারি না; আর এ অভাগিনীকে কি নিমিত্ত কষ্ট প্রদান করিতেছেন? পার্থিব সুখসম্ভোগে আমার আর অণুমাত্র স্পৃহা হইতেছে না।

আপনি ত্বরা করিয়া আমাকে এই ভূলোক হইতে অপহৃব করুন। তাহা না হইলে, আমি এই মুহূর্ত্তে আপনার হস্তস্থিত পিনাক গ্রহণপূর্ব্বক বক্ষঃদেশে নিখাত করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিব। আমি এইরূপ আক্ষেপ ও ক্রন্দন করিতেছি, এমন সময় গগণমণ্ডল গাঢ় তিমির-জালে আবৃত হইল; কিন্তু সেই বিভীষিকা অন্ধকারে আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎমাত্র ভয়ের আবির্ভাব হইল না; প্রত্যুত কিরূপ এক অভাবনীয় আনন্দের উদয় হইল। যাহাহউক পরক্ষণে আকাশমার্গে বলাহকের ধ্বনির ন্যায় এক ভীষণশব্দ উৎপন্ন হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তমোরাশি সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইয়া গেল।

অনন্তর মহিষী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন নাথ! এই অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় যার পর নাই বিস্মিত হইয়া, পরম পুলকিতচিত্তে মন্দির হইতে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। তৎপরে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, এক অতি তেজস্বী মহাপুরুষ শ্বেত বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া, গগণমণ্ডল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে আমার নিকট দেশে অবতীর্ণ হইলেন। আমি তাঁহাকে বিহিত বিধানে প্রণাম করিয়া কহিলাম দেব! আপনি কি নিমিত্ত এই স্থানে আগ-মন করিয়াছেন? আপনাকে দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি; আপনি দেবতা কি গন্ধর্ব্ব, অনুগ্রহপরতন্ত্র হইয়া ইহা প্রকাশপূর্ব্বক আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। তিনি এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃদুমধুর সম্ভাষণে কহিলেন,

সুন্দরি ! আমি দেবদূত ; তুমি বন্ধ্যা দশা নিবন্ধন অহোরাত্র যে শোক-দহনে দগ্ধীভূত হইয়া থাক, তাহার প্রতিবিধানার্থ দেবরাজ, আমাকে তোমার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন ; এবং যাহা যাহা বলিব, যথাবিহিত রূপে তাহা সম্পাদন করিও। কৈলাস ভূধরের উদীচীখণ্ডে নিষঙ্গাশ্রম নামে এক তপোবন আছে ; তথায় আয়ুধীয়নামক এক মহা-পুরুষ বাস করেন। তপোবনের মধ্যস্থানে এক প্রকাণ্ড দেবদারু আছে ; সেই বিশালদ্রুমের শাখা প্রশাখাদি নভোমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া, সতত গগণবিহারী মেঘমালার গতির প্রতিরোধ করি-তেছে। তুমি সেই মহাবৃক্ষের পাদদেশে এক প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য কালকূট মিশ্রিত করিয়া রাখিবা। তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ বন্ধ্যা-পাশবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এমন সময়ে নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়া দেখি, আপনার বামপার্শ্বে সেই অনন্যশয্যায় শয়িত আছি।

দ্বিতীয় সর্গ।

রাজা চক্রাঙ্গ, মহিষীপ্রমুখাৎ স্বপ্ন-ভাষিত বিষয় অবগত হইয়া যার পর নাই প্রীতিসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! বিধাতা বুঝি এত দিনের পর প্রসন্ন হই লেন; আমরা অচিরাৎ তাঁহার প্রসাদে পুত্র-মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিব। যাহা-হউক আমি এই মুহূর্ত্তে নিষঙ্গাশ্রমে লোক প্রেরণ করিয়া যাবতীয় বিষয় সুসম্পন্ন করিয়া দিতেছি; এই বলিয়া তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অবরোধ মন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সভামণ্ডপে অমাত্যবর্গ সমবেত হইয়া সকলেই উৎকণ্ঠিতচিত্তে রাজার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। এমন সময়ে নৃপতি তাঁহাদের সমীপ দেশে উপস্থিত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মন্ত্রিন্! তোমাকে অচিরাৎ রাজ সমভিব্যাহারে নিষঙ্গাশ্রমে গমন করিতে হইবে, এবং তথায় এক অপূর্ব্ব সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া, বিষ-মিশ্রিত উপাদেয় সামগ্রী সংস্থাপন করিয়া আসিতে

হইবে। ত্বরায় উপকরণসম্পন্ন হইয়া লক্ষ্য স্থান উদ্দেশে প্রস্থান কর, আর মুহূর্ত্তাধিক সময় বিলম্ব করিও না। মন্ত্রী, নরনাথের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন, এবং ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাঁহার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় প্রশ্ন করা অনাবশ্যক জানিয়া, ত্বরায় তাঁহার কার্য্য সাধনার্থ নিষঙ্গাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। রাজমন্ত্রী অল্প দিনের মধ্যে যাবতীয় বিষয় সুসম্পন্ন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। নৃপতি, মন্ত্রীপ্রমুখাৎ সমস্ত বিষয় যথাবিহিতরূপে অবগত হইয়া আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ সম্ভাষণের পর, সচিববর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমরা যে সময়ে প্রাসাদাদি সমাধা করিয়া প্রত্যাগমনের উপক্রম করিতে ছিলাম, এমন সময়ে স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু বহমান হইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধিকের মনোরম গন্ধ, নাসা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মনের অপূর্ব্ব প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল; পরক্ষণেই শূন্যমার্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, আমরা সকলেই অনিমিষনয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম, কিন্তু তৎকালীন আকাশমণ্ডলে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল এই মাত্র দেখিলাম, শূন্যমার্গ হইতে অনবরত পুষ্পরাশি বর্ষণ হইতেছে। অল্পক্ষণ পরে এই অদ্ভুত কাণ্ডের আর কিছুই লক্ষিত হইল না, কেবল আমরা যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলাম, তাহাই একবার কম্পিত হইয়া উঠিল। রাজা মন্ত্রী মুখে

এই অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার সন্দেশ গ্রহণ করিয়া, সেই দিন তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন, এবং একান্তদেশে আসীন হইয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

যাহাহউক এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর, রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন; তাহাতে রাজার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। যতই তিনি পূর্ণগর্ভা হইতে লাগিলেন, ততই নৃপতির আনন্দ-সাগর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি অচিরাৎ সন্তানমুখ দর্শন করিব, এই আশায়, দান প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীও আপনার আত্মীয়বর্গের উপর ধন বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা, মহিষী সমভিব্যাহারে পরম সুখে ও মনের আনন্দে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা, কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক অন্তঃপুর-পরিচারক আসিয়া বিনয়পূর্ণ বচনে নিবেদন করিল মহারাজ! রাজমহিষী এক অপূর্ব্ব পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন; তাঁহার অপরূপ রূপচ্ছটায় সমস্ত সূতিকাগার দেদীপ্যমান হইয়াছে; আর অধিক কি বলিব, মানব দেহে কেহ কখন এরূপ রূপরাশি দৃষ্টি করে নাই। রাজা, পরিচারকের মুখে স্বীয় পুত্রোৎপাদনের সন্দেশ গ্রহণ করিয়া অনুপম প্রীতি-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং পরিচারককে স্বীয় বহুমূল্য

অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া তৎসমভিব্যাহারে সূতিকাগৃহে গমন করিলেন। রাজা পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং স্নেহভরে আপাদমস্তক স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার সন্দর্শনার্থ প্রধান প্রধান পৌরজনবর্গ, রাজভবনে উপস্থিত হইয়া প্রীতিসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, দীন দরিদ্র অনাথেরা, পরমাহ্লাদিতচিত্তে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আশায় রাজদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল; রাজা সকলকেই তাহাদের প্রার্থনাধিক বস্তু প্রদান করিয়া মধুর বচনে ও প্রিয় সম্ভাষণে বিদায় করিতে লাগিলেন। নাগরিকেরা স্বীয় স্বীয় ভবনে মহানন্দে নৃত্যগীতাদি সম্পাদন করিতে লাগিল; মালাকর, রাশি রাশি পুষ্পমালা লইয়া নগরের প্রধান প্রধান রাজপ্রাসাদের তোরণদেশে সংস্থাপন করিতে লাগিল; সুসজ্জীভূত অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ জন্তু বহির্গত হইয়া রাজপথের চতুর্দ্দিকে চালিত ও সশস্ত্র বীরবৃন্দ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল। যাহাহউক কুমার জন্মগ্রহণ করিলে পর, কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত পৌরজনবর্গ, মহানন্দে সময়াতিপাত ও অহোরাত্র স্বীয় স্বীয় ভবন উৎসবপূর্ণ করিয়াছিল।

কুমার, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া, স্বীয় জনক জননীর আনন্দসাগর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রাজা, আপনার তনয়ের জাতকর্ম্মাদি যথাবিহিত বিধানে সমাপনান্তর, স্বীয় পুত্রের নাম বসন্তসেন

রাখিলেন। তিনি কুমারের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত অশেষ গুণাধার কৃতী দিগকে নিয়োজন করিলেন, কুমারও আপনার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যে ও অল্পায়াসে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। রাজা আপনার পুত্রকে বিদ্যা বিষয়ে এবম্বিধ কৃতকার্য্য দেখিয়া, পরমানন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন, এবং তাঁহার অধ্যাপক দিগকে, বিপুল বিভব রাশি প্রদান করিয়া একে একে সকলকেই বিদায় করিলেন।

যে দিবস বসন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৎসর বৎসর সেই দিবস উপস্থিত হইলে, তদুপলক্ষে রাজধানীতে মহোৎসব সম্পাদন হইত। উৎসব সমাপনান্তর, কুমার আপনার বয়স্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। একদা বসন্তসেন, উক্ত উৎসব উপলক্ষে বহুদেশ পর্য্যটনার্থ, স্বীয় পরমমিত্র বৃষায়ণ ও অনেকানেক রাজন্য সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কত স্থানে কত রাজকুমারের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন; নানা স্থানে বিবিধ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাদি সন্দর্শনে নয়নের সার্থক্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এক দিন তমোনুদ অস্তাচলের শিখরাবলম্বন করিতেছেন, এমন সময়ে বসন্তসেন পরিভ্রমণ করিতে করিতে কাম্যবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি কাম্যবনের অশ্রুতপূর্ব্ব কমনীয় শোভাপরম্পরা অবলোকনান্তর, উৎফুল্লচিত্তে স্বীয় সন্নিহিত বৃষায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! ঈদৃশ চিত্তচমৎকারিণী শোভা জন্মাবধি কখনই আমার

দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। আমরা গৃহে নিরন্তর রাজভোগে থাকিয়া প্রকৃত কারাবাসীর ন্যায় আবদ্ধ থাকি; সুতরাং আমাদিগকে বাহিরের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কালাতিপাত করিতে হয়। আমার এই তপোবন পরিত্যাগ করিয়া গৃহে যাইতে অণুমাত্র স্পৃহা জন্মিতেছে না। তপস্বীরাই ধন্য! তাঁহারা এই মানবসমাগম-রহিত নির্জ্জন ভূভাগখণ্ডে, সতত সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির নৈপুণ্যাদি সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিতচিত্তে সময়াতিপাত করেন। জনসমাজে থাকিলে তাঁহাদিগকে বিলসনীয় বস্তুতে আসক্ত হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা এবম্বিধ স্থান মনঃপুত করিয়াছেন। সখে দেখ দেখ! বিহঙ্গমকুল তমস্বিনীকে নিকটবর্ত্তিনী দেখিয়া, কলকল ধ্বনিকরিতে করিতে পর্ণী সমূহে কোটরনিচয়, আশ্রয় করিতেছে; শিখী শিখিনী, তরুবর শাখায় আরোহণপূর্ব্বক, কেকারব ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে; মাধবী-লতা সহকারাবলম্বন,করিয়া এবং পুষ্পভরে অবনত হইয়া, মক-রন্দ-পানার্থ ভৃঙ্গকুলকে আকর্ষণ করিতেছে; নভোমণ্ডল-স্থিত লোহিতবর্ণ কাদম্বিনীমালার প্রতিচ্ছায়া, জলাশয়ের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে নিপতিত হইয়া, অনুপম শোভাধারণ পূর্ব্বক নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে; কমলিনী সমস্ত দিন দিবাকর-সহবাসে থাকিয়া, এক্ষণে তদ্বিরহে ম্লান-ভাব অবলম্বন ও কৈরবিনী কুমুদবন্ধুকে আগত দেখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান হইতে লাগিল। নৃপনন্দন, ঈদৃশ নৈসর্গিক শোভাপরম্পরা অবলোকনান্তর বিমোহিত হই-

লেন, এবং নিশাগত দেখিয়া স্বীয় পার্শ্বস্থিত বুবায়ণকে সম্বো-
ধন করিয়া কহিলেন সখে! এখন অন্য কোন স্থানে যাই-
বার প্রয়োজন নাই; তুমি ভৃত্যবর্গকে বল, যে তাহারা
এই স্থানে নিশাযাপনার্থ এক পটগৃহ নির্ম্মাণ করুক্।
তাঁহার বাক্যের অবসান না হইতে হইতেই এক অপূর্ব্ব তাম্বু
বিরচিত হইল, এবং সকলেই তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন।

নিশীথ সময়ে বসন্তসেন একাকী শয্যা হইতে গাত্রো-
ত্থান করিয়া, স্কন্ধাবারের চতুর্দ্দিকে পদব্রজে পরিভ্রমণ
করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক প্রহরী, তাঁহার
নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া কহিল যুবরাজ! আমি তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া
স্কন্ধাবারের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে
শূন্যমার্গ হইতে এই অঙ্গুরীয়ক আমার সমীপদেশে নিপ-
তিত হইল; এই বলিয়া প্রহরী বসন্তসেনের হস্তে তাহা
সমর্পণ করিল। কুমার অকস্মাৎ বনপ্রদেশে অঙ্গুরীয়কাধিগম
করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন, এবং স্থিরদৃষ্টে
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, অঙ্গুরীয়কে
বসন্তকুমারী, এই নামাঙ্কিত রহিয়াছে। কুমার যখন অনি-
মেষ নয়নে অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে
উত্তরদিক্ হইতে সুমন্দানীল বহমান হইতে লাগিল,
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভূত ও অশ্রুতপূর্ব্ব মনোরম
গন্ধ আসিয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। বসন্তসেন
এবম্বিধ সৌগন্ধে মোহিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই

দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন বহুদূরে অগ্নি শিখাবৎ এক দেদীপ্যমান আলোক, নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। তিনি ঐ শিখাবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং নিদ্রাভিভূত বৃষায়ণকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! ঐ দেখ, বনাভ্যন্তর হইতে একটী শিখা উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে; আর ঐ দিক্ হইতে এক অপূর্ব্ব মনোরম গন্ধ আসিয়া, আমার নাসিকা গহ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি এই ভীষণ কান্তার অতিক্রম করিয়া একাকী উহার নিকটবর্ত্তী হইব, এবং আমি যত দিন পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হইব, তুমি তত দিন এই স্থানে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিও, এই বলিয়া তিনি এক শ্বেতাশ্বারোহণে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। বৃষায়ণ তাঁহাকে এতাদৃশ অসম্ভাবিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে কহিতে লাগিলেন, সখে! ক্ষান্ত হও, তোমার অভিলষিত বিষয় অতি ভীষণ; এ গহন বনমধ্যে কোন স্থানেও লোকের গতায়াত দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল যেস্থানে যাওয়া যায়, সেই স্থানেই অসংখ্য অসংখ্য হিংস্র জন্তু ব্যতীত, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সহস্র ক্রোশ পরিভ্রমণ করিলে, কুত্রাপিও মনুষ্যের পদচিহ্ন নয়নপথে পতিত হইয়া মনকে কিঞ্চিৎমাত্র আশ্বাসিত করে না। আর বিশেষতঃ এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে, দুর্দ্দান্ত বিথুরেরা স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই-

তেছে; ইহাতে আমার সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তুমি স্কন্ধাবার পরিত্যাগ করিয়া গেলেই, তোমার পদে পদে অতি ভীষণ বিপদ ঘটিবে। এই বলিয়া বৃষায়ণ অধোবদনে অনিবার্য্যবেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বসন্তসেন, স্থিরান্তঃকরণে স্বকীয় মিত্রের নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন মিত্র! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য; কিন্তু আমি যত দিন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ কারণানুসন্ধান করিতে না পারিব, তত দিন আমার মন ব্যাকুল হইয়া যাদৃশ যন্ত্রণা অনুভব করিবে, যদি তাহা না হইয়া আমাকে একবারে কৃতান্তের করাল গ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে আমি সেই অবস্থাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করি। বৃষায়ণ মিত্রের এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বাষ্পবারি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বসন্তসেন তাঁহাকে এই প্রকার বিয়োগ-বিধুর দেখিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, অন্তঃকরণ হইতে দুর্ভাবনাকে দূরীভূত করিয়া সৌম্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক, আমাকে আমার অভিলষিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে দেও; তুমি আমার জন্যে কিঞ্চিৎমাত্রও আশঙ্কা করিও না, আমি তোমাকে এই আলিঙ্গন করিলাম, আবার অল্পকালের মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার আলিঙ্গনপূর্ব্বক অতুল আনন্দ অনুভব করিব, এই বলিয়া তিনি বৃষায়ণকে আশ্বাসিত করিয়া, একাকী অশ্বারোহণে সেই শিখা উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বসন্তসেনের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, ক্রমে ক্রমে ভগবান সূর্য্যদেব, চক্রবাল-রূপ বৃত্ত-ক্ষেত্রের পরিধি ভেদ করিয়া প্রকাশমান হইতে লাগিলেন। শরীরিগণ স্বীয় স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে নানাস্থানে গমন করিতে লাগিল ; বোধ হইতে লাগিল যেন, মার্ত্তণ্ড রূপ রাঘবের আক্রমণে ধ্বান্তরূপ নিশাচর বিনাশিত হইলে পর, প্রাণীগণ নির্ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। বসন্তসেন যে অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রান্ত গমন করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা সূর্য্যের প্রখরকর প্রভাবে তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। কিন্তু তত্রাপি তিনি পূর্ব্ব কথিত সেই মনোরম গন্ধাবলম্বন করিয়া, অনবরত অক্ষুব্ধ চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালীন তাঁহার দুর্দ্দশার অবধি ছিল না ; অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া তৃষিত হইলে পর, বনাভ্যন্তর হইতে, দুই চারিটী আম্র অথবা তদনুরূপ অন্যবিধ ফল আহরণ করিয়া তদানীন্তন পিপাসা, কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিবারণ করিতেন। কিন্তু তিনি আপনার এইরূপ বাকপথাতীত কষ্টকে একবার কষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেন না ; তিনি যে দিবস আপনার লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাহা ক্রমে ক্রমে আসন্ন হইতেছে এই আশায়, তাঁহার অধ্যবসায়, পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক্ এইরূপে বসন্তসেন মনের আনন্দে, অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এক অত্যুন্নত শৈলশ্রেণীর নিকট দেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন

ভূধরের শিখরদেশে এক অপূর্ব্ব দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন তিনি পর্ব্বতের সমধিক নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন মন্দির আরোহণার্থ অচল-সংলগ্ন এক সোপানাবলী অবলোকনান্তর পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন; অশ্ব নক্ষত্রবেগে ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাকে পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে উপস্থিত করিল। দেখিলেন পর্ব্বতোপরি মন্দিরের নিকটস্থ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলদেশে, বৃহৎ বৃষভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি সেই স্থানে তুরঙ্গ হইতে অবরোহণ করিয়া, অশ্বের বল্গা-ধারণপূর্ব্বক তাহাকে বৃক্ষের প্রশাখায় বন্ধন করিলেন, এবং স্বয়ং মন্দিরস্থ দেব উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে নৃপ-নন্দন অশ্বকে আবদ্ধ করিয়া প্রথমতঃ দেবের নাট্য-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার অশ্রুতপূর্ব্ব চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী শোভা-পরম্পরা সন্দর্শনান্তর যার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভূয়িষ্ঠ প্রশংসাকরত কহিতে লাগিলেন, আমি এতাদৃশ কৌশলময় প্রাসাদ জন্মাবধি কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই; ইহার নির্ম্মাণকার্য্য যে সমুদয় রত্নাদি দ্বারা সমাধা হইয়াছে, বোধ হয় বসুন্ধরাস্থ যাবতীয় নৃপতিগণের কোষাগার একত্র মিলিত করিলে কদাচ ইহার মূল্যের সহিত তুলনা হইতে পারে না। যাহাহউক্ তিনি এইরূপে মন্দিরের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে, এক প্রকাণ্ড হেমময়ঘণ্টাবলোকনে পরম পুলকিতচিত্তে তাহা বাদনার্থ, তৎসংলগ্ন স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ

করিলেন; সেই ঘণ্টার ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া, মন্দিরাভ্যন্তর হইতে এক পরমরূপবতী কামিনী বহির্গতা হইলেন। নৃপনন্দন, তাঁহার অলৌকিকরূপরাশি-সন্দর্শনে তাঁহাকে বনাধিষ্ঠাত্রী বিবেচনা করিয়া, করপুটে পাতিতজানুতে কহিলেন বনদেবতে! অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া যার পর নাই ক্লিষ্ট হইয়াছি; ক্ষুধানলে সর্ব্বশরীর দগ্ধীভূত হইতেছে, জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে, কৃতান্ত নিকটবর্ত্তী ও প্রাণ বিয়োগের আর মুহূর্ত্তাধিক সময় অবশিষ্ট আছে; অতএব দেবি! সানুকম্পা পুরঃসর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া আমাকে মৃত্যুর ভীষণ করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত করুন্। নতুবা এই মুহূর্ত্তে আমি তাহার করাল-কবলে কবলিত হইব। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

বনদেবতা বসন্তসেনের এই প্রকার কাকুতি মিনতি শ্রবণে স্নেহার্দ্র চিত্তে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন মন্দিরাভ্যন্তরে এক হেমময় সিংহাসনে অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কুমার গাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে সেই দেবদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, মন্দিরের এক পার্শ্বে কুশাসন বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি আসীন হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ ভোজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বনদেবতা, স্যোতে আবরণীকৃত করণ্ডিকা তাঁহার সম্মুখদেশে সংস্থাপিত করিলে পর, নৃপকুমার তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্যোত নির্ম্মোচন পূর্ব্বক

তাহা হইতে কয়েকটী ফলোত্তোলন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে বসন্তসেন কাম্যবনে যে অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আপনার করশাখা হইতে নিষ্কাশন করিয়া কপর্দ্দীর সম্মুখদেশে সংস্থাপন করিয়া সেই মন্দিরস্থিত কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবতি! এ স্থানের নাম কি? এবং এই যে দীর্ঘায়ত অচলশ্রেণী বিরাজমান আছে, ইহা কোন ভূধরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে? তিনি নৃপনন্দনের মৃদু মধুর বাক্য শ্রবণান্তর, স্নেহার্দ্র চিত্তে কহিলেন, কুমার! ইহার নাম শান্তশীলা পর্ব্বত; ইহা কতশত মরু স্থান, মহাটবী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে হেমকূট ভূধরকে স্পর্শ করিয়াছে। এই শান্তশীলা অতি রমণীয় ও পুণ্যস্থান; দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী প্রাণত্যাগ করিলে, ত্রিপুরান্তক মহাদেব বহুকালাবধি এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন; তৎপরে অনঙ্গদেব তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ করিলে রোষোদ্দীপ্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে ভস্মসাৎ পূর্ব্বক এই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। তদবধি এই পর্ব্বতে ঐ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বৎসরান্তে নানা দেশীয় রাজারা সমাগত হইয়া দেবের পূজাদি নির্ব্বাহ পূর্ব্বক মহানন্দে স্বীয় স্বীয় দেশে প্রস্থান করেন। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

বসন্তসেন বনদেবতা প্রমুখাৎ এই সমস্ত বিষয় যথাবিহিত বিধানে শ্রবণান্তর, তথা হইতে পরম পুলকিতচিত্তে প্রস্থান করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আপাততঃ কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া বিশ্রামসুখসেবা ও

ব্রহ্মাণ্ডপতির সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্য পরম-রমণীয় বস্তু সমুদয়ে, তাঁহার শিল্প-চাতুর্য্য অবলোকন করিয়া মনকে আনন্দ-সলিলে নিমগ্ন করি। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পর্ব্বতের বিশাল অধিত্যকাপ্রদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, কোন স্থানে ধবলবর্ণ তুষার-রাশি, মার্ত্তণ্ড-কিরণ-জালে প্রতিফলিত হইয়া নীল, পীত, লোহিতাদি নানারঙ্গে রঞ্জিত হইতেছে; কোথাও বা প্রভূতপরিমাণে চিরসঞ্চিত তুহিনাদ্রি দ্রবীভূত হইয়া, প্রস্রবণরূপে ঝর্ঝর-শব্দপূর্ব্বক প্রবলবেগে ভূমণ্ডলাভিমুখে নিপতিত হইতেছে; অন্য কোথাও বা কুরঙ্গনিচয় শাবক সমভিব্যাহারে অচল-জাতদ্রাক্ষাবলী উন্মূলিত করিতেছে। কোনস্থানে সহস্র সহস্র আরণ্যপশু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভূধরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে; স্থানে স্থানে কামিনী, রমণী, কুন্দকুসুম প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া শৈলশ্রেণীকে সুশোভিত করিয়াছে।

এইরূপে নৃপনন্দন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকনান্তর পরম-পুলকিত-চিত্তে পুনর্ব্বার সেই কপর্দ্দীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি এইবার সেই বনদেবতাকে দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন, বনদেবতারা কেবল বিপদাপন্ন মনুষ্যদিগকে মুক্তি করিবার নিমিত্তই সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যাহাহউক তৎপরে তিনি বনদেবী-প্রমুখাৎ পূর্ব্বকথিত যে পর্ব্বতশ্রেণীর কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তদুপরে এক অপূর্ব্ব গিরি-সংক্রম সন্দর্শনান্তর

পরমাহ্লাদিত-চিত্তে তদভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। তুরঙ্গম কতিপয় দিবসের মধ্যে হেমকূটের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দেখিলেন যে হেমকূট ভূধর, নভোমণ্ডল নির্ভেদ করিয়া সতত গগণ-বিহারী কাদম্বিনী মালার গতির প্রতিরোধ করিতেছে; নৃত্যপর ময়ূরময়ূরীগণ পুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া শিখরদেশে নৃত্য করিতেছে; মৃগেন্দ্র, মৃগকুল, দন্তীযুথপ্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার পশু, পাশবভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একস্থানে সমবেত হইয়া অচলের বিপুল অধিত্যকা প্রদেশে বিচরণ করিতেছে। তিনি এই সুরম্য প্রদেশ অবলোকনান্তর বিমোহিত-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আর আমি রাজধানীতে গমন করিয়া এই ক্ষণধ্বংসী শরীরের প্রতিপোষণ করিব না। কেবল পৃথিবীর নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভঙ্গুর দেহকে, মরণশীল মানবগণের চরমদশায় পাতিত করিব। আহা! বিশ্বপতির কি আশ্চর্য্য কৌশল! এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকে কার্য্যের নৈপুণ্যাবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। একবার পর্ব্বত শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, যেমন তথাকার শার্দ্দূল, ভীষণমূর্ত্তি কেশরী ও কুঞ্জবিহারী বৃহৎ বারণবৃন্দের ঘনবরবিনিন্দিত-বিভীষিকা-বৃংহিত রবে শ্রবণবিবর বধির হয়, সেইরূপ আবার তত্রত্য বাতবিহত বনস্পতির স্বন্ স্বন্ শব্দ ও স্রোতস্বতীর কলকল ধ্বনিতে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়।

অনন্তর বসন্তসেন, বিশ্বস্রষ্টার গুণ কীর্ত্তন করিতে

করিতে গমন করিলেন। কিয়ৎদূর গমন করিলে দেখিলেন, ভূধরোপরি এক অপূর্ব্ব নগর সংস্থাপিত রহিয়াছে; তিনি নগর প্রবেশার্থ অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন; অশ্ব ক্ষণ-কালের মধ্যে তাঁহাকে নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত করিল; দেখিলেন সেই বিশাল তোরণদেশে ভীম যমদূতাকৃতি সহস্র সহস্র প্রহরী, নিষ্কাশিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া সাবধান রূপে দ্বার রক্ষা করিতেছে। দৌবারিকেরা তাঁহাকে সশস্ত্র অশ্বারোহী দেখিয়াও, তাঁহার গমনের বিরুদ্ধাচারী হইল না; তিনি অশঙ্কুচিতচিত্তে নগরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে আপনার সন্নিহিত কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন ভদ্র! এই ভূধরোপরি রাজ্যখণ্ড কোন্ রাজার অধিকৃত? তিনি বসন্তসেনের বীরোচিত কলেবর ও বেশ ভূষাদি অবলোকনে তাঁহাকে বিভবশালী জানিয়া কহি-লেন কুমার! জীমূতসেন নামক এক প্রবল প্রতা-পান্বিত নরপতি এই স্থানে বাস করেন; আমি তাঁহার পরমপ্রিয়প্রাত্র, চাটুবটু নামেই আমি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছি; আপনাকে দেখিয়া রাজবংশজাত বলিয়া সুপ্রতীতি হইতেছে, অতএব যুবরাজ! আমাকে বিপুল বিভবরাশি প্রদান না করিলে আমি রাজকর্ত্তৃক আপনাকে কারাগৃহে স্থান প্রদান করিব। নৃপনন্দন তাঁহার ভয়াবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ভদ্র! আমি পরিব্রাজক, সঙ্গে অর্থাদি থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই; যদি সন্তুষ্ট হও, তবে আমার এই অঙ্গুরীয়ক প্রদান করি। সেই দুরাচার,

নৃপতনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা জীমূত সেনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল মহারাজ! কোন এক বিদেশীপুরুষ আপনার বিনানুমতিতে অশ্বারোহণে নগরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষপক্ষপ্রেরিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আপনি যদি আশু এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান না করেন,তবে আপনকার বিষম অত্যাহিত ঘটিবার সম্ভাবনা। স্বৈরী ও উদ্ধতস্বভাব রাজা,তাহার ঈদৃশ বাক্য আকর্ণন করিয়া একেবারে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তাঁহাকে নিগড়বদ্ধ করিয়া আনিতে বলিলেন। কুমার রাজাদেশে বন্ধন দশায় উপস্থিত হইয়া সভা সমক্ষে আসিলে পর, জীমূতসেন তাঁহাকে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিকটভ্রূভঙ্গী সহকারে কহিতে লাগিলেন দুরাত্মন্! তুই কি অসদভিপ্রায়ে আমার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলি? বসন্তসেন নৃপতির তথাবিধ ভীমমূর্ত্তি সন্দর্শনপূর্ব্বক কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, বরং বিনয় ও ভক্তি-যোগ-সহকারে বলিতে লাগিলেন রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কোন বিশেষ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করিতেছি। এক্ষণে দুরদৃষ্ট বশতঃ নিগড়বদ্ধ হইয়া আপনকার সমক্ষে নীত হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন দুরভিসন্ধি নাই। রাজা জীমূতসেন বসন্তসেনের এই সমুদয় বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, সন্নিহিত কারাধ্যক্ষের প্রতি তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সভার যাবতীয় পারিষদ, বিনাপরাধে এক

জনের প্রতি এতাদৃশ বিষমদণ্ড দেখিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই কোপনস্বভাব রাজার অসঙ্গত কার্য্য নিবারণার্থ সাহসী না হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

রাজা জীমূতসেনের বসন্তকুমারী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী তনয়া ছিলেন। তদানীন্তন তাঁহার তুল্য রূপবতী, ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি ছিল না; তাঁহার অলৌকিক রূপরাশি ও অসামান্য বুদ্ধিমত্তার বিষয়, দিগদিগন্তব্যাপিনী হইয়াছিল। তিনি যেমন বিদ্যার পরাকাষ্ঠা হেতু মানবী কুলের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছিলেন, সেইরূপ আবার সরলহৃদয়া, দয়াশীলাপ্রভৃতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিলেন। লোকপরম্পরায় বসন্তসেনের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে পর, তিনি আপনার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী হেমমালা নাম্নী পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হেমমালে! তুমি ত্বরায় কারাধিপতি বজ্রজিৎ সমীপে গমন করিয়া আমার হইয়া কহিবে যে কারাপতে! যে বিদেশী পুরুষ বিনাপরাধে তোমার নিকট অর্পিত হইয়াছেন, যদি তিনি বন্ধন দশায় অবস্থিত থাকেন, তবে ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বন্ধন মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরম যত্নে রাখিবা। আর নিরন্তর কারাগারে থাকিলে মনের বিকৃতিভাব উপস্থিত হইয়া ক্ষণধ্বংসী দেহকে, জীবকুলের চরম দশায় উপস্থিত করে। অতএব তুমি তাঁহাকে তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারণার্থ, সময়ে সময়ে আমার পরম রমণীয় পুষ্পোদ্যানে অবাধে পর্য্যটন করিতে

অনুমতি প্রদান করিবা, এই বলিয়া বসন্তকুমারী হেমমা-
লাকে বিদায় করিলেন।

হেমমালা প্রস্থান করিয়া যাবতীয় বিষয় বিনীতভাবে
যথাবিহিত বিধানে বজ্রজিতের কর্ণগোচর করিলে, কারা-
পতি একবারে বিস্ময় ও ভয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন হায়!
বিধাতা আমাকে কি বিপদসাগরে নিক্ষিপ্ত করিলেন, আমার
মত এপ্রকার উভয়বিধ বিপদে আর কেহ কখন পতিত হয়
নাই। আমি যদি রাজবালার অভিলষিত পথের পান্থ
হই, তাহা হইলে আমাকে রাজাদেশ লঙ্ঘন জনিত দারুণ
প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, এবং নরনাথ শ্রবণ করিলে,
আমাকে নিশ্চয়ই কালের ভীষণ কুক্ষিগত হইতে হইবে।
আর রাজতনয়ার আদেশ প্রতিপালন না করিলে,
তিনি আমাকে ঈদৃশ দশায় পাতিত করিতে পারেন,
যে, তাহাতে চিরজীবন কেবল দুঃখভোগ করিতে হয়।
যাহাহউক, অবশেষে তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া
রাজবালার আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

এক দিন অপরাহ্ন সময়ে, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়া এই অবনীমণ্ডলের সার্দ্ধখণ্ডকে অন্ধকার সাগরে বিক্ষিপ্ত করিয়া যাইতেছেন ; নভোমণ্ডলে লোহিতবর্ণ কাদম্বিনীমালা প্রকাশমান হইয়া, জনগণের দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে ; কুলকামিনীগণ হেম-নির্ম্মিত কুম্ভ কক্ষদেশে ধারণপূর্ব্বক মরাল গমনে সরসীর স্বচ্ছ জল গ্রহণার্থ গমন করিতেছে ; বারিবাহকেরা স্কন্ধদেশে জল বহন করিয়া প্রচণ্ড রশ্মিমান্ সূর্য্যের আতপ তাপিত পাদপ নিচয়কে সুস্নিগ্ধ জলসিঞ্চনে তাহার মূলদেশ আর্দ্রীত করিতেছে, এমন সময়ে বসন্তসেন, রাজতনয়ার অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া তাঁহার উপবন পর্য্যটনের নিমিত্ত যে অনুমতি পাইয়া ছিলেন, এক্ষণে তিনি কতিপয় রাজ-পুরুষ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, উদ্যানের মধ্যস্থানে এক প্রকাণ্ড বৃত্তাকার সরোবর, নানা জাতীয় পদ্মমালায় সুশোভিত হইয়া অনুক্ষণ

ভৃঙ্গকুলকে আকর্ষণ করিতেছে। কোন স্থানে মরালকুল সুমন্দানীল সহকারে এক পদ্ম হইতে অন্য পদ্মে গমন করিতেছে, কোথাও বা কুসুমনিচয় বিকসিত হইয়া তাহার সৌগন্ধ, মারুতহিল্লোল দ্বারা উদ্যান-খণ্ডের চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তসেন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইলে পর, তিনি সেই ভূভাগখণ্ডস্থ রমণীয় সরসীর শিলা-বিনির্ম্মিত সোপানে আসীন হইয়া চিন্তাসখী সমভিব্যাহারে আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সেই সময়ে রাজতনয়া আপনার সহচরীনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবন পর্য্যটন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ইন্দ্রাণী দেববালায় পরি-বেষ্টিত হইয়া নন্দনকানন পরিভ্রমণ করিতেছেন। রাজ-বালা আপনার উদ্যানের যে দিকে গমন করিতে লাগি-লেন, সেই দিকেই তিনি তথাকার অপূর্ব্ব শোভাদি সন্দ-র্শন করিয়া প্রীতিরসে আর্দ্রীভূত হইতে লাগিলেন। যেমন ভৃঙ্গপুঞ্জ, পরম শোভাধার মানসসরোবরস্থ এক পদ্মে আসীন হইয়া, তাহার মকরন্দ পানে বিতৃষ্ণ হইলে অন্য পদ্ম তাহাকে যেরূপ আকর্ষণ করে, সেইরূপ নৃপতনয়া সহচরীনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার রমণীয় পুষ্পোদ্যানের এক স্থানের শোভাদি সন্দর্শনে পরম সুখা-নুভব করিলে, উপবনের অন্যখণ্ড পুনর্ব্বার অভিনব সুখোৎ-পাদনের নিমিত্ত তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে বসন্তকুমারী মৃদুমন্দ গমনে নানাস্থান পরিভ্রমণ

করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে স্থানে বসন্তসেন সরোবর তীরে উপবিষ্ট ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকেই নিপতিত হইল। দেখিলেন যে এক অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন স্বর্গীয় পুরুষ সদৃশ কোন যুবা পুরুষ, স্বীয় কপোলদেশে দক্ষিণ বাহু বিন্যস্ত করিয়া একতানচিত্তে কোন প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহার মুখারবিন্দ সায়ংকালীন কমলের ন্যায় ম্লানভাব অবলম্বন করি য়াছে ; চক্ষু হইতে অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া, তাঁহার গণ্ডস্থল ও পরিধেয় অম্বরকে আপ্লুত করিতেছে। রাজতনয়া বসন্তসেনের ঈদৃশী দশা অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইনি কে? কোন মহাপুরুষ ? না স্বয়ং পূর্ণচন্দ্র অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? না, মহাপুরুষ নহেন ; তাহা হইলে ইহাঁর শিরোদেশে জটা বন্ধন থাকিত ; তবে কি পূর্ণচন্দ্র ? তাহাও নয় ; তাহা হইলে গাত্রদেশে অনপনেয় কলঙ্ক থাকিত। তবে কি কোন দেবতা ? যদি দেবতা হবেন, তবে এই পৃথিবীতে আসিয়া ক্রন্দন করিবেন কেন ? না কোন স্বর্গীয় পুরুষ শাপগ্রস্ত হইয়া মানবরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন ; যাহা হউক আমি আর ইহাঁর এতাদৃশ দীনদশা অবলোকন করিয়া মনকে ক্লিষ্ট করিতে পারি না। এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি আপনার পার্শ্বস্থিত চন্দ্রমালা নাম্নী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; সখি চন্দ্রমালে ! দেখ দেখ ! যিনি ঐ সরোবর তীরে উপবিষ্ট হইয়া আপনার অশ্রুবিন্দু দ্বারা ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিতেছেন, যাঁহার অপরূপ-রূপলাবণ্য-

চ্ছটাতে সমস্ত উদ্যান আলোকিত হইয়াছে, এবং যিনি দর্শনমাত্রে আমার চিত্তকে হরণ করিয়াছেন, আমি ঐ মলিম্লুচের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া হৃদয়াগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, এই বলিয়া তিনি সেই দিকে ধাববান হইলেন।

বসন্তকুমারীকে অসম্ভাবিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া চন্দ্রমালা প্রভৃতি সহচরীবর্গ, তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া অঞ্চলাকর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন সখি! ভবাদৃশা মহানুভবা কামিনীদিগের অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাতে দুর্নাম আছে। এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ত্বদীয় অভিলষিত পথ হইতে আনয়ন করিলেন।

বসন্তকুমারী উদ্যান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যার পর নাই অধৈর্য্যা হইয়া পড়িলেন, এবং বিষম বিরহানল তাঁহার হৃদয়-নিলয়ে প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে আক্ষেপ করিয়া কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন হায়! কেনই আমি আজ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম; তথায় যাওয়াতেই আমাকে অদ্য এই দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। আহা! তথায় কি অপরূপরূপ দেখিলাম, এখনও আমার নয়ন, সেই অপূর্ব্ব রূপ রাশি অবলোকন করিতেছে, জন্মাবধি আর কখনই এরূপ রূপ-নিধি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই; তাঁহাকে দেখিবামাত্রই আমার মন তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, শরীর ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, সেই পুরুষ রত্ন ব্যতীত আর কিছুই মনে হইতেছে না; এরূপ হইতেছে কেন,

কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিধাতা সেই পুরুষবরকে আমার সংহারের হেতু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা না হইলে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া আমার মন এত অধীর হইবে কেন? ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে ক্রমে অনায়ত্ত হইয়া পড়িতেছে; মন সেইদিকে ধাবিত হইয়াছে, চক্ষু বারম্বার সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিতেছে, পাণি তাঁহাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত উত্তোলিত হইতেছে, সেই হৃদয়-বল্লভ কোথায়? কোন্ স্থানে তাঁহার দর্শন পাইব, কাহাকে দেখিয়া আমার মন তৃপ্তিলাভ করিবে? ইত্যাদি নানা-বিধ কাতরোক্তি সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রমালা প্রভৃতি রাজতনয়ার সহচরীবর্গ তাঁহার এইরূপ দশাবলোকনে, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! যিনি আমাদিগকে পরপুরুষ সমভিব্যাহারে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে, যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া সদুপদেশ দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ রাখিতেন, তাঁহার এ কি দশা হইল। হায়! দুরাত্মা মন্মথের কিছুই অসাধ্য নাই। রে অজ্ঞানান্ধ মনসিজ! তুই কেমন করিয়া এই কুলকামিনীর সুকোমল অঙ্গে তোর কুসুম-শর নিখাত করিলি? তোর হৃদয় যথার্থই কি পাষাণ বিনির্ম্মিত, বিধাতা কি তোকে নৃশংস কার্য্য সমাধার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন? রে মূর্খ! যে কামিনীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য-গুণে অবনীমণ্ডল অলঙ্কৃত হইয়াছে, যিনি ভ্রমক্রমেও কখন অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, তুই কিরূপে সেই অনূঢ়াঙ্গনা উদ্দেশে তোর

অমোঘাস্ত্র নিক্ষেপ করিলি? কাপুরুষ! সরলা অবলা-দিগকে কুসুমশরে পীড়িত করা কি তোর বীরত্বের কার্য্য; ভীষ্ম প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যাঁহারা তোর বিরুদ্ধা-চারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে না পারিয়া কি হীনবীর্য্যা নারীজাতির উপর স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতেছিস্? রে নির্ঘৃণ! তুই এই স্থান হইতে দূরীভূত হইয়া পলায়ন কর্, ইত্যাকার নানাপ্রকারে তাঁহারা কন্দর্পের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, বসন্তকুমারী অপেক্ষাকৃত সুস্থমনা হইয়া চন্দ্রমালার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ কোপভরে কহিলেন সখি! তুমিই একমাত্র আমার এই অভূতপূর্ব্ব শোকের মূলীভূত হইয়াছ; যদিস্যাৎ তুমি আমাকে আমার সেই হৃদয়নাথের অনু-সরণে প্রবৃত্ত হইতে দিতে, তাহা হইলে আমাকে আজ এই বিষম দুর্নিবার-শোকদহনে দগ্ধীভূত হইতে হইত না। চন্দ্রমালা রাজতনয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন কুমারি! আপনি কিপ্রকারে সেই অপরিচিত পুরুষকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলেন? বসন্তকুমারী কহিলেন অয়ি সরল হৃদয়ে! যাঁহাকে দর্শন মাত্র আমি মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, যাঁহার অপরূপ মোহন-মূর্ত্তি কি শয়নে, কি ভ্রমণে, কি ভোজনে সকল সময়েই আমার হৃদয়াভ্যন্তরে জাগরূক রহিবে, তাঁহাকে পতি বলিয়া সম্বোধন করিব ইহাতে আশ্চর্য্য কি? চন্দ্রমালা তাঁহার বাক্য শ্রবণে যার পর নাই বিস্মিত হইয়া কহিলেন

ভর্ত্তৃদারিকে! আপনি সেই অপরিচিত পুরুষকে দর্শন করিয়া যাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি ইহার যাবতীয় বিষয় যথাবিহিত রূপে মহারাজের কর্ণগোচর করিব; নতুবা আপনি সেই পুরুষকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাউন। বসন্তকুমারী চন্দ্রমালার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আপনার বাহু দেখাইয়া কহিলেন সখি! তুমি ইহা মনেও স্থান দিও না যে, আমার এই পাণি তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে অর্পণ করিবে; তুমি মহারাজকে বলিও, যদি তিনি আপনার কন্যার হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে যেন আমার কার্য্যের অবিসম্বাদী হইয়া থাকেন, এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

চন্দ্রমালা রাজতনয়ার বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া, বিনয়বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেবি! আপনি যাঁহাকে উদ্যান মধ্যে দর্শন করিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনি এক রাজপুত্র; আমরা শুনিয়াছি কালিন্দী-তটবর্ত্তী শূরসেন নাম্নী নগরীতে তাঁহার বাসস্থান; তিনি গার্হপত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিব্রাজক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এইস্থানে উপস্থিত হইয়া রাজকর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন। "যদি সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অগ্নি প্রভাবে হেমকূট ভূধর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে বসন্তকুমারী এত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না।" শুনিয়া, বিস্ময়পূর্ণ কলেবরে কহিলেন সখি! যাঁহার বিরহে আমি এরূপ অস্থির হইয়াছি, পূর্ব্বেই আমার মন তাঁহার দুঃখ মোচনে প্রবৃত্তি দিয়াছিল; বোধ হয় এইরূপ হইবে বলি-

য়াই, অন্তরাত্মা জানিতে পারিয়া চিত্তকে তদনুগামিনী করিয়াছিল। যাহাহউক তুমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই কারাভবনোদ্দেশে প্রস্থান কর, এবং বিনয় নম্র বচনে আমার নিবেদন জানাইয়া সেই হৃদয়চোরকে কহিবে যে যুবরাজ! আপনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিধাতা-নির্ব্বন্ধবশতঃ দুর্ব্বিষহ দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত হই-য়াছেন; এক্ষণে আপনি আপনকার মহানুভবতায় সেই সমুদায় বিস্মৃত হইয়া এই স্থানে আগমন করিলে, আমি আপনকার যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব; এই বলিয়া তিনি চন্দ্রমালাকে নিশীথ সময়ে বিদায় করিলেন।

চন্দ্রমালা প্রস্থান করিয়া শরণীর কিয়দ্দূর অতিক্রান্ত হইলে পর, কারাপতি বিদূরগ নামক রাজভৃত্যের বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে ভয়ে অভিভূত হইলেন। তখন তিনি আপনার দক্ষিণস্থিত এক ক্ষুদ্র বর্ত্মাবলম্বন করিয়া কিছু দূর গমন করিলেন, এবং সম্মুখস্থিত এক পরম রমণীয় অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে কোন প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে করাঘাত করিবামাত্র, গৃহাভ্যন্তর হইতে এক পরমা সুন্দরী কামিনী বহির্গতা হইলেন। তৎসন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া চন্দ্রমালা কহিলেন কুসুমিকে! তোমাকে আমার সমভিব্যাহারে কারা-ভবনে গমন করিতে হইবে। কুসুমিকা চন্দ্রমালা প্রমুখাৎ এই অসম্ভাবিত বিষয়ের সন্দেশ গ্রহণ করিয়া, যার পর নাই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং ব্যগ্রতা সহকারে

জিজ্ঞাসা করিলেন সখি! তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মন সন্দেহাকুল হইয়াছে; অতএব ত্বরায় বলিয়া আমাকে সুস্থির কর, নতুবা আমি আর এইরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারি না।

চন্দ্রমালা কুসুমিকা সমীপে নৃপতনয়ার তদানীন্তন অবস্থা, যথাবিহিতরূপে বর্ণন করিয়া তৎসঙ্গে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে করিতে, কারাভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে কুসুমিকা সহাস্য আস্যে চন্দ্রামালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! তুমি কি একাকিনী কারাগৃহে যাইতে ভীত হইয়াছিলে নাকি? চন্দ্রমালা কহিলেন তুমি যথার্থ অনুভব করিয়াছ, আমি সেই জন্যেই তোমাকে আমার সমভিব্যাহারিণী করিয়াছি। কুসুমিকা চকিত হইয়া কহিলেন সখি! কে তোমার ভয়ভাজন, কাহাকে তোমার ভয় করিয়া চলিতে হইবে? আমি যে তোমার সহিত কৌতুক করিতেছিলাম! চন্দ্রমালা কহিলেন কুসুমিকে! কৌতুক নয়, বিদূরগ নামক রাজভৃত্য এক্ষণে কারাধ্যক্ষ হইয়াছেন, তিনি রাজার পরম প্রিয়পাত্র ও যাবতীয় দোষের একাধার স্বরূপ; আমি যে কার্য্য সাধনোদ্দেশে গমন করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপেই তাহার হস্তে ন্যস্ত আছে, যদি একাকিনী যাইলে কোনপ্রকারে অপমানিতা হই, সেই জন্যেই তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি; এই বলিয়া তাঁহারা নানাবিষয়িণী কথা কহিতে কহিতে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে বিদূরগ দূর হইতে দেখিলেন যে, দুই পরমা সুন্দরী কামিনী দ্রুতবেগে পদ সঞ্চালন করিয়া তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন উহারা কে, কিছুই জানিতে পারিতেছিনা; যাহাহউক উহার কারণানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে, এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে নিষ্কাশিত অসি হস্তে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয়কেই বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন, এবং চন্দ্রমালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি! কিছুমাত্র ভয় করিওনা, এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন তমস্বিনীতে দুর্গের প্রান্তবর্ত্তী ভূখণ্ডে তোমাদিগকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া আমি উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগকে অন্য কোন স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই; আমি কারাভবনে স্থান প্রদান করিতেছি, অদ্য তোমরা সেই স্থানেঅবস্থিতি কর, নতুবা আমার এই তরবারি তোমাদিগের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিবে। চন্দ্রমালা বিদূরগবাক্য শ্রবণে আপনাকে অসম্মানিত বোধ করিয়া ঈষৎ কোপভরে কহিলেন বিদুরগ! আমি তোমার অধীন নহি, আমি তোমাকেও ভয় করি না, তোমার শাণিত অসিকেও ভয় করি না; এই আমি চলিলাম, তোমার শাণিতাসি আমায় নিবারণ করুক। বিদূরগ চন্দ্রমালার বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই আচরণ নৃপতনয়ার কর্ণগোচর হইলে আমাকে দুস্তর শোক সাগরে পরিক্ষিপ্ত হইতে হইবে; সেই কামিনীর কিছুই অসাধ্য নাই; তাহার সহচরীকে এবম্প্রকারে অবমাননা

করা আমার অতি গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে; যাহাহউক্ এখন একবার বিনয়ের বশীভূত হইয়া দেখি। বিদূরগ আপনার এই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বিনীতভাবে চন্দ্রমালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেবি! কৃপাপরতন্ত্র হইয়া এ অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন্, আমি অজ্ঞানান্ধ হইয়া আপনকার অবমাননা করিয়া ক্রোধোদ্দীপন করিয়াছি। চারুচরিত্রে! যদি আমার এই অসঙ্গত ব্যবহার নৃপতনয়ার কর্ণগোচর না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রসাদে প্রীতি প্রাপ্ত হই। চন্দ্রমালা বিদূরগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন বিদূরগ! তুই বড় বিদূষক, তোর অপরাধ কখন ক্ষমার যোগ্য নহে; কারাপতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইয়া বিনয়গর্ভ বচনে কহিলেন হে মহানুভবে! আমি আপনকার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে রক্ষা না করিলে ভবাদৃশা কামিনীর চির নির্ম্মল চরিত্রে অনপনেয় কলঙ্ক লেপিত হইবে।

বিদূষী চন্দ্রমালা কারাপতির বাক্য শ্রবণে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধার বিলক্ষণ উপায় অনুভব করিলেন। তিনি কহিলেন বিদূরগ! আমি শুনিয়াছি, কোন এক রাজপুত্র রাজাদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন; যদি তুমি তাঁহাকে আমার হস্তে অর্পণ কর, তাহা হইলে তোমার যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করি। বিদূরক চন্দ্রমালা বাক্যে সম্মত হইয়া অনতিবিলম্বে, বসন্তসেনকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রমালা ও কুসুমিকা, উভয়েই সেই নৃপনন্দনের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য

সন্দর্শনে, স্মর-শরের শরব্য হইলেন। কহিতে লাগিলেন বিধাতা বুঝি এই পুরুষ-রত্নকে নির্জ্জন খণ্ডে আসীন হইয়া, ইহাঁর যাবতীয় কার্য্য মানসে সম্পাদন করিয়াছেন; আহা! কি অপরূপ রূপ, দেখিবামাত্রই মনপ্রাণ হরণ করিয়াছে, নয়ন শরীরের যে খণ্ড দৃষ্টি করিতেছে, সেই ভাগেই অচল হইয়া রহিয়াছে। এই পুরুষ-রত্ন, যে বরবর্ণিনীর প্রণয়ভাজন হইবেন, সেই অলোক-সামান্যা লাবণ্যবতী কামিনী, মানব জন্মের সার্থক্য সাধন করিবেন। এইরূপে তাঁহারা নৃপনন্দনের গুণপক্ষপাতিনী হইয়া তাঁহার বিনিন্দিত-স্মর অলৌকিক রূপ রাশি ও তদীয় মোহনমূর্ত্তি স্বীয় স্বীয় চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বসন্তসেন আপনাকে হেমাঙ্গিণী পূর্ণযৌবনা সুহাসিনী কামিনীদ্বয়ে পরিবেষ্টিত দেখিয়া, চন্দ্রমালার দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক মৃদুমধুর-বচনে কহিলেন সুন্দরি! এ হতভাগা দ্বারা তোমাদের কোন্ কার্য্য সমাধা হইবে? আমাকে তোমাদের সমভিব্যাহারে কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে? চন্দ্রমালা নৃপতনয়ের বাক্য শ্রবণে কহিলেন যুবরাজ! বিধাতা এত দিনের পর আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; আপনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যেমন অজস্র দুঃখ-দহনে দগ্ধীভূত হইয়াছেন, সেইরূপ আবার দেব-বাঞ্ছনীয় কজ্জলনয়না বিনিন্দিতাপ্সরা কামিনীর সহবাসে পরম সুখানুভব করুন, এই বলিয়া তিনি বসন্তকুমারীর বিষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

চন্দ্রমালাবাক্য শ্রবণে, বসন্তসেন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন চারু-চরিতে! আমার এজন্মের সুখ বিলীন হইয়াছে, যাহা বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, তাহাই ঘটিল, আর আমার কোন সুখ ভোগে ইচ্ছা নাই; যদি আমার সুখভোগ, বিধাতার অভিপ্রেত থাকিত, তাহা হইলে রাজার পুত্র হইয়া কখন আমাকে এবম্বিধ দুর্বিষহ দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিতে হইত না। তখন তিনি আপনার অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই স্বীয় মিত্র বৃষায়ণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ ও পরিতাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন হায়! কেনই আমি মিত্রের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিলাম; তাদৃশ গুণবান্ মিত্রের উপদেশ, শ্রবণ-বিবরে স্থান দান না দেওয়াতেই, আমাকে এই সকল দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইতে হইতেছে, এই বলিয়া তিনি নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে গমন করিলেন।

এদিকে রাজতনয়া স্বীয় বয়স্যা চন্দ্রমালাকে বিদায় করিরা বিরহ বেদনায় নিতান্ত অধীরা হইয়া, প্রতিক্ষণেই তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন; কখন তিনি আপনার দুগ্ধ-ফেণ-সন্নিভ তল্পে আসীন হইয়া নানা বেশ ভূষায় ভূষিত হইতে লাগিলেন; কখন বা একতান-চিত্তে সেই রাজপুত্রের মোহনমূর্ত্তি চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন; কখন কখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আপনার সহচরী-সমীপে বসন্তসেন-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়িণী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এই রূপে নৃপনন্দিনী আপনার ভাবী জীবিতে-

শের আগমন, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে বসন্তসেন চন্দ্রমালা সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রাসাদ-শিখরের দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, এক অলোক-সামান্যা আয়তলোচনা পীনপয়োধরা কামিনী, অঙ্গ-মাধুরী-সম্ভারে অনঙ্গপত্নীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। সেই বিশালাক্ষীর সহচরীবর্গ, তাঁহাকে সন্দর্শন মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া বিনয়গর্ভ বচনে কহিলেন যুবরাজ! আমরা আপনকার সমাগমে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি; এক্ষণে আসন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করুন্। মৃণমালা নাম্নী সহচরী, স্মিত-মুখে বসন্তকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন ভর্ত্তৃদারিকে! যুবরাজ উপস্থিত, এক্ষণে আপনি সিংহাসন প্রদান না করিলে আসীন হইবেন না। স্মর-শর-প্রধূপিতা বালা বসন্তসেনকে দেখিবা মাত্র, হতচেতনার ন্যায় নিস্পন্দ নয়নে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি মৃণমালার বাক্য শ্রবণে ত্রপার বশীভূত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন সখি! রাজপুত্রকে আমার কিছু অদেয় নাই; যে মুহূর্ত্তে আমার নয়ন যুবরাজকে দর্শন করিয়াছিল, সেই সময়াবধি আমিও তাঁহার হইয়াছি। যদি রাজপুত্র দাসী বলিয়া ঘৃণা না করেন, তবে তুমি আমার হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান কর। বসন্তকুমারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃণমালা হাসিতে হাসিতে কহিলেন কুমারি! এ বিষয়ে কেহ কাহার প্রতিনিধি হইতে পারেনা, অতএব আমি ইহা

পারিব না, তুমিই দেও। নৃপনন্দিনী আর কোন উত্তর না করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

তৎপরে মৃণমালা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, সহাস্য আস্যে আপনার কমনীয় বাহুবল্লী দ্বারা বসন্তসেনের করপল্লব ধারণ করিয়া, তাঁহাকে রাজবালার পার্শ্বদেশে বসাইলেন। কুমারীর কোমলাঙ্গ তাঁহার গাত্রস্পর্শ করাতে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং তিনিও দেখিলেন নৃপতনয়া অনন্যমনা হইয়া স্থির নেত্রে তাঁহার বদনসুধাকর নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যেমন রাজনন্দন, নৃপনন্দিনীর ইন্দুনিভাননের মাধুরীতে সমাকৃষ্ট হইয়া, স্বীয় নয়ন-চকোর পরিতৃপ্ত্যর্থে তাঁহার বদন-পানে চাহিতেছেন, অমনি ত্রপাবিধুরা বিদুষী রাজতনয়া লজ্জাবনতমুখী হইতেছেন। বসন্তসেন রাজবালার এইরূপ ভাবাবলোকন করিয়া চন্দ্রমালার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, কহিতে লাগিলেন সখি! তোমাদের রাজতনয়াকে জিজ্ঞাসা কর, আমাকে আহূত করিয়া এক্ষণে মনে মনে কি কল্পনা করিতেছেন? বসন্তকুমারী, লজ্জায় কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া তৎপরে চন্দ্রমালাকে কহিলেন সখি! তুমি যুবরাজকে বল, যিনি আমাকে দেখিবা মাত্র স্বীয় অলৌকিকরূপলাবণ্য দ্বারা আমার মন-প্রাণ হরণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি কখন ক্ষমার যোগ্য পাত্র নহেন, তাঁহাকে দণ্ডনীয় করাই আমার শ্রেয়ঃ হইতেছে। বসন্তসেন দয়িতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন প্রিয়ে! যে তস্কর আপনার হৃদয়াভ্যন্তর হইতে ভবদীয় চিত্তবৃত্তিকে অপহরণ করিয়াছে, তাহাকে

কোন্ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইবে? বসন্তকুমারী কহিলেন নাথ! তাঁহাকে এই দণ্ডার্হ হইতে হইবে, যে তিনি আমার হৃদয় কারাগারে যাবজ্জীবন আবদ্ধ থাকিবেন। বসন্তসেন নৃপনন্দিনীর বচনচাতুর্য্য শ্রবণ করিয়া শান্তরসার্দ্র চিত্তে কহিলেন বিদগ্ধে! আপনকার এই প্রকার দণ্ড মাদৃশ জনের পক্ষে শ্লাঘনীয়।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ আমোদ প্রমোদে সময় অতীত হইলে পর সকলেই শয়নের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। মৃণমালা নাম্নী সহচরী সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে বিনয় করিয়া বসন্তসেনকে কহিলেন যুবরাজ! আমরা সকলেই এক্ষণে প্রস্থান করিতেছি, আমাদের এই পরম-প্রণয়-ভাজন স্নেহাস্পদ প্রিয় সখীকে আপনার নিকট সমর্পণ করিয়া যাইতেছি; এখন আমাদের বক্তব্য এই, ইনি অতিশয় মানিনী ও আদরিণী, কোন সামান্য ক্লেশও সহ্য করিতে পারেন না; অনুনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, যেন কোন প্রকারে খিন্নমনা না হন; আমরা বিভাবরী প্রভাতা হইলে পর, সকলেই প্রত্যাগমন করিয়া আপনকার নিকট হইতে পুনর্ব্বার অব্যাহতভাবে গ্রহণ করিব। বসন্তকুমারী মৃণমালার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন সখি! আমাকে তোমরা একাকিনী কাহার নিকট রাখিয়া চলিলে? তিনি কহিলেন শুভে! যাঁহা হইতে তোমার কুমারীত্ব দূরীভূত হইল, আমরা তোমার সেই জীবন-সর্ব্বস্ব হৃদয়-বল্লভ সমীপে অর্পণ করিয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তাঁহারা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নৃপতনয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বীয় সহচরীগণে পরিবেষ্টিত থাকাতে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে আপনার নাথের সমভিব্যাহারে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তিনি ক্ষণকাল অধোবদনে রহিলেন; তৎপরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন মন! এইস্থানে তোমার কে লর্জ্জার পাত্র উপস্থিত আছে? তুমি কাহাকে লজ্জা করিতেছ? যদি জীবিতেশ তোমার লজ্জার পাত্র হন, তবে তুমি কাহার নিকট অকুণ্ঠিত-চিত্তে ও অম্লান-বদনে তোমার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবে? এই বলিয়া তিনি আপনার বিকসিত রুচিরসম্ভার মুখপদ্ম উন্নত করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে কথা কহিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু যেমন তাঁহারও বসন্তসেনের চারিচক্ষু পরস্পর মিলিত হইল, অমনি সেইক্ষণে লজ্জা আসিয়া যেন তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিল। নৃপতনয় রাজবালার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সুকোমল বাহুবল্লী স্বীয় ক্রোড়দেশে বিন্যস্ত পূর্ব্বক, অনুপম স্পর্শ সুখানুভব করিয়া প্রিয়-সম্ভাষণে কহিলেন কোমলাঙ্গি! আপনি আমার প্রতি যে অসাধারণ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন, আপনকার এই মহীয়সী কীর্ত্তি জগতীতলে সর্ব্বক্ষণই দেদীপ্যমান রহিবে, এবং আপনি, এই অশ্রুতপূর্ব্ব অমানুষ লোকাতীত ব্যবহারে, কি মানব মানবী, কি দেব দেবী, সকলেরই প্রংশসা-ভাজন হইবেন। প্রার্থনা করি এই দেবজন-দুর্লভ অনুগ্রহের অধিকারী হইয়া আপন-

কার চিরস্নেহ ভাজন হই। নৃপনন্দনের অমৃতায়মান বচন-পরম্পরা শ্রবণ পূর্ব্বক রাজবালা বীতলজ্জা হইয়া কহিলেন যুবরাজ! এ নীচা আপনকার চরণারবিন্দ-সেবিকা, আমাকে এত অনুনয়ের আবশ্যক কি? যদি কৃপা করিয়া পরিচারিকাভাবে কাছে রাখেন, তাহা হইলে আমার পরম সৌভাগ্য; নতুবা আমি আপনকার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়া যাবতীয় ক্লেশের পর্য্যবসান করিব। বসন্তসেন তাঁহার এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শোক-দিগ্ধ-হৃদয়ে কহিলেন প্রিয়ে! তুমি আমার সমক্ষে আর মৃত্যুকে আহ্বান করিও না; তোমার অমঙ্গল জনক বাক্য শ্রবণ করিলে আমি সাতিশয় সন্তাপিত হই; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমার চিত্ত মুহূর্ত্ত সময়ের নিমিত্ত তোমা ব্যতীত অন্য কোন দিকে গমনোদ্যত হইবে না; কি শয়নে, কি ভোজনে, সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার ঐ মনোমুগ্ধকারি রূপ, অনুক্ষণ আমার হৃদয়াভ্যন্তরে জাগরূক রহিবে। আমি তোমা ব্যতীত স্থানান্তরেও গমন করিব না, যেখানে যাইব, সেই খানে তোমাকে ছায়ার ন্যায় সমভিব্যাহারিণী করিব; আমার মনকে তোমার হৃদয়াগারে লৌহ-কীলকাবদ্ধ দ্বারের ন্যায় আবদ্ধ করিলাম, এই বলিয়া তিনি বসন্তকুমারীর অলৌকিক রূপ-মাধুরী অবলোকন করিতে করিতে তৎ পক্ষপাতী হইয়া কহিলেন প্রিয়ে! তোমার কি অপরূপ মনোহর রূপ! বিধাতা যে সুনিপুণ শিল্পী, তাহা তোমাতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। মহানুভবে! আমি যখন তোমার ইন্দুনিভাননের অপরূপ-লাবণ্যাকৃষ্ট হইয়া

তোমাকে সন্দর্শন করিতেছি, তখন আমার অন্তরাত্মা কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে ও আমাকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

বসন্তকুমারী দয়িতের এই প্রকার বচনবৈদগ্ধ্য শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন, এবং আপনার ভূষণ-ভূষিত-বাহু-লতা তাঁহার কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত করিয়া কহিলেন নাথ! বিধাতা যে আমাকে এবম্বিধ সুখী করিবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই; যদি ধ্বংসী কাল অকালে বিরোধী না হয়, তাহা হইলে আমাদের আর সুখের পরিসীমা থাকিবে না; এই প্রকারে তাঁহারা সমস্ত নিশা নানা বিষয়িণী কথাপ্রসঙ্গে যাপন করিতে লাগিলেন।

পরদিন রজনী অবসন্না হইবামাত্র, চন্দ্রমালা প্রভৃতি রাজতনয়ার সহচরীবর্গ, সমবেত হইয়া তাঁহার নিকটদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং নায়ক নায়িকা উভয়কেই অভি-বাদন করিয়া চন্দ্রমালা কহিলেন ভর্ত্তৃদারিকে! সংপ্রতি কুসুমিকা নাম্নী আপনকার সহচরী নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে; সে আপনকার এই অঙ্গু-রীয়কটী আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল সখি! তুমি ভর্ত্তৃদারিকাকে কহিবা, যখন আমি শান্তশিলা পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম, তখন এক পরিব্রাজক তথায় অর্পণ করেন, আমি আপনকার অঙ্গুরীয়ক বলিয়া চিনিতে পারাতে আগ্রহাতিশয় সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলাম এই বলিয়া চন্দ্রমালা অঙ্গুলীভূষণ প্রদান করিলেন। বসন্তকুমারী এই অসম্ভাবিত বিষয় শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত

হইলেন, এবং অঙ্গুরীয়ক নিরীক্ষণ করিয়া আপনার বলিয়া জানিতে পারিলেন। বসন্তসেন সেই অঙ্গুরীয়কাবলোকনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন প্রিয়ে! এই অঙ্গুরীয়ক আমিই প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম, এবং উহা শান্তশিলা পর্ব্বতে কপর্দ্দীর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলাম, এই বলিয়া তিনি অঙ্গুরীয়কসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যথাবিহিতরূপে বর্ণন করিলেন।

নৃপনন্দিনী এই প্রকারে অঙ্গুরীয়কাধিগম করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং বসন্তসেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন যুবরাজ! বিধাতা আমার প্রতি কমন প্রসন্ন আছেন! আমি যে এই অঙ্গুরীয়ক পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইব, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই; কিন্তু ইহা দৈবানুগ্রহে আপনার হস্তে পতিত হইয়া কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সহকারে পরিশেষে আমিই প্রাপ্ত হইলাম। নৃপনন্দন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজনন্দিনীকে কহিলেন প্রিয়ে! আপনি কি প্রকারে এই অঙ্গুরীয়ক হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন? যদি বর্ণন করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া যাবতীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলুন।

বসন্তকুমারী নৃপতনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যুবরাজ! আমার পিতা কোন সময়ে সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ মহাটবীতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিবস তিনি নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া কোন স্থানে একটী পশুরও অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে প্রত্যাগমনের উপক্রম করিতেছিলেন, এমন

সময়ে এক আসন্নপ্রসবা কুরঙ্গিনী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নৃপতি, হরিণের বধোদ্দেশে শরাসনে শরসন্ধান করিলেন; কুরঙ্গম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিল; পিতাও একাকী অশ্বারোহণে সেই মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীষণ কান্তার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রূপে কিয়ৎদূর গমন করিলে মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। তখন তিনি মৃগের বধাশায় হতাশ হইয়া প্রত্যাগমনের উপক্রম করিলেন। কিন্তু হারিণিক পিতা, গমনকালীন অশ্ব প্রবল বেগে গমন করাতে কোন্ বর্ত্মাবলম্বন করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে আরণ্য জন্তুর ভীষণনিনাদ, তাঁহার শ্রবণ গোচর হওয়াতে তাহাতে আর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; তৎপরে গলদশ্রুলোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন হায়! আমি কেনই এই কুরঙ্গিনীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; ইহাকে লক্ষ্য করিয়া আসাতে আমাকে এই ঘোর বিপদসাগরে নিমগ্ন হইতে হইয়াছে। যে সমুদয় মনুষ্য আপনার জিঘাংসাবৃত্তি পরিতৃপ্ত্যর্থ সতত বনবিহারী আরণ্য পশু যূথের নিধন সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে এবম্প্রকারে বিপদাপন্ন হইতে হয়। আমি মৃগয়াসক্ত হইয়া এককালে যে কতশত প্রাণীদিগকে নিহনন করিয়া অতি বিষম প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার প্রাণ সমর্পণ করিতে

হইলে, এই বলিয়া তিনি অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নৃপনন্দিনী বসন্তসেনকে কহিলেন নাথ! হেমকূট হইতে শতযোজন অন্তরে জীমূতকূট নামে ভূধর আছে; সেই ভূধরে বীরসেন নামক এক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বাস করেন। উক্ত নরপতির দুই কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম শরদযামিনী ও কনিষ্ঠার নাম হেমলতিকা রাখিয়াছিলেন। তনয়াদ্বয় কালসহকারে অলৌকিক রূপ-লাবণ্য সম্পন্না হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের সেই অমানুষী সৌন্দর্য্যের বিষয় দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। রাজা আপনার তনয়া ও অন্যান্য পরিজনবর্গে সমবেত হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বররাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা নিদাঘকালে মহারাজ বীরসেন, আপনার পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অবহিতচিত্তে প্রকৃতিপুঞ্জের হিত-ব্রতে ব্রতী আছেন, এমন সময়ে অত্রিপুত্র মহামুনি দুর্ব্বাসা তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতিহারী কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসাকে সমাগত দেখিয়া সত্বর গমনে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিল মহারাজ! ঋষিবর দুর্ব্বাসা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন; এক্ষণে আপনকার আজ্ঞা হইলে তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করি। নৃপতি, দৌবারিক প্রমুখাৎ দুর্ব্বাসা নাম শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া অমাত্যকুল সমভিব্যাহারে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ গমন করিলেন, এবং দুর্ব্বাসাকে দেখিবামাত্র ক্ষিতিন্যস্তজানুতে আপনার শীর্ষ দেশ তাঁহার পাদ-

পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনকার পাদস্পর্শে আমার এই চির-অপবিত্র আলয় আজ পুণ্যভূমি হইল। ঋষে! আমার শাসন প্রভাবে আপনাদের তপস্যাকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? কোন আরণ্যজন্তু কর্ত্তৃক জজ্ঞনাশ জনিত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেছেন না ত?

দুর্ব্বাসা রাজার তথাবিধ সম্ভাষণে পরমাপ্যায়িত হইয়া কহিলেন নরপতে! আপনকার সুনীতি প্রভাবে রাজ্যস্থ সমুদয় লোকেই পরম সুখী হইয়াছে; তপোবনে তপস্বীরাও মুক্তকণ্ঠে আপনকার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; মহারাজ! এক্ষণে এক অরণ্যানী বিহারী মদস্রাবী মাতঙ্গের উৎপীড়নে মুনিগণের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; তাঁহাদের তপস্যাকার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। এই দারুণ দুর্দ্দশা নিবন্ধন, তাঁহারা সকলে সেই আরণ্য পশুর দমনার্থ আমাকে আপনকার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন।

বসন্তকুমারী কহিলেন নাথ! যে সময়ে দুর্ব্বাসা সমভিব্যাহারে রাজার কথোপকথন হইতেছিল, তখন ত্বদীয় তনয়া শরদযামিনী আপনার সুসৌধোপরে আসীন হইয়া আদ্যোপান্ত এই সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিয়া আসিতে ছিলেন। তিনি মহর্ষির দীর্ঘ শ্মশ্রু ও অন্যান্য আকার প্রকারাদি সন্দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। অব্যাহত দৈবশক্তি সম্পন্ন মহামুনি দুর্ব্বাসার তাহা আর ক্ষণকালের নিমিত্ত অগোচর রহিল না। তিনি বুঝিতে পারিয়া কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তিম হইয়া অস্তমিত রবির ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

তদানীন্তন তাঁহার ভীম-কলেবর সম্বলিত অন্যান্য আকার প্রকারাদি সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, মূর্ত্তি-মান ক্রোধ সংসার নাশার্থ উদ্যত হইয়াছেন। রাজা মহর্ষির অকস্মাৎ ক্রোধ হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে দুর্ব্বাসা গম্ভীর নিনাদে কহিতে লাগিলেন রে পাপীয়সি! রে নীচে! তুই যেমন অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলি, তজ্জন্যে আমাকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত ভীষণ কান্তারে শবরদিগের নিগৃহিতা হ।

তখন নৃপতি বীরসেন স্বীয় তনয়ার দুরদৃষ্ট বুঝিতে পারিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহর্ষির চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মণ্! ভবাদৃশ মহানুভবদিগের রাগের বশীভূত হইলে তাহাতে দুর্নাম আছে। বিশেষতঃ আপনারাই সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, যে সমুদয় পুরুষেরা ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকে, তাহারা কদাচ মনুষ্য নাম গ্রহণের উপযুক্ত নহে; কেবল অপরিণামদর্শী লোকেই সদসৎ পরিবেদনা বিহীন হইয়া উক্ত প্রকারে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকে। মহর্ষে! আপনকার অলঙ্ঘনীয় বচনের অনু-বর্ত্তী হইয়া অবশ্যই আমার তনয়াকে শাপ জনিত দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আমার তনয়ার অভিসম্পাত মুক্তির উপায় করিয়া দিউন।

দুর্ব্বাসা রাজবাক্য শ্রবণে যার পর নাই লজ্জিত হই-লেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন নরপতে!

আমার অবশ্যম্ভাবী বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া তোমার তনয়াকে কিছুদিন পর্য্যন্ত বনবাসিত হইতে হইবে। যখন চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বরাজ, সুরপতি কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং যখন তাঁহার আদেশানুসারে পৃথিবীর উত্তর ভূখণ্ড হইতে এক অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য আলোক আলোকিত হইবে, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে এক মনোরম গন্ধ মারুতহিল্লোল সহকারে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইবে, সেই সময়েই ত্বদীয় তনয়া গন্ধর্ব্বরাজ কর্ত্তৃক মুক্তি লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন। এই বলিয়া দুর্ব্বাসা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বসন্তকুমারী দুর্ব্বাসা শাপ বৃত্তান্ত যথাবিহিত রূপে বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যুবরাজ! যখন দুর্ব্বাসা কথিত গন্ধাদি সকলে অনুভব করিয়াছিল, তখন উক্ত তনয়া-বিয়োগ-বিধুর-নরপতি, কন্যাকে প্রত্যাগত না দেখিয়া ত্বদীয় শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তৎপরে তিনি আর চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষণারণ্য সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যে স্থানে আমার পিতা একাকী রোদন করিতে ছিলেন, দৈবানুগ্রহে রাজা বীরসেন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার পিতার মুখারবিন্দ, বীতাংশুর প্রাক্‌কালীন কমলের ন্যায় ম্লানভাবাবলোকনে সন্তাপিত হইয়া কহিলেন ভদ্র! আপনি এই নৃকপালধারী নর শোণিতাশী কৌণপ পরিপূর্ণ অরণ্যানীতে কি নিমিত্ত বিচরণ করিতেছেন? তিনি তাঁহার সমাগম লাভে পরমা-

প্যায়িত হইয়া আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় যথাবিহিত রূপে বর্ণন করিলেন। রাজা বীরসেন, আমার পিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ত্বদীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; তৎপরে তাঁহার অভ্যাগতোচিত সৎকার করিয়া সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক হেমকূটে পাঠাইলেন। ইহার পর, সময়ে সময়ে পিতা যাবতীয় পরিবারবর্গে সমবেত হইয়া বীরসেন কর্ত্তৃক আহূত হইতেন। এইরূপ বারম্বার গমনাগমনে ত্বদীয় তনয়া হেমলতিকার সমভিব্যাহারে আমার বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিল, এবং আমিও কখন কখন তৎসহবাসে তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতাম।

একদা শীতাবসানে আমি আমার সহচরীনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা প্রীতিকরকার্য্যে নিযুক্ত আছি, এমন সময়ে নীরদমালানাম্নী তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী আসিয়া নিবেদন করিল ভর্ত্তৃদারিকে! আপনকার অন্তঃপুর-দ্বারদেশে হেমলতিকার দূতী দণ্ডায়মানা আছেন, এক্ষণে আপনকার আজ্ঞা হইলে তাঁহাকে আনয়ন করি। আমি স্বীয় তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী প্রমুখাৎ, একথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিলাম নীরদমালে! তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যথাবিহিত বিনয় সহকারে দূতীকে এই স্থানে আনয়ন কর। তৎপরে তিনি আমার নিকট দেশে নীত হইলে পর নতশিরঃ হইয়া কহিলেন দেবি! আমাদের রাজতনয়া আপনাকে এই লিপি প্রদান করিয়াছেন, এই বলিয়া তৎ প্রদত্ত লিপি আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি লিপি পাঠান্তর অবগত হইলাম, তিনি আমাকে ত্বদীয় সহোদরের পরি-

গয় উপলক্ষে আহূত করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া সারথিকে আহ্বান করিয়া আনাইলাম, তৎপরে তাহাকে কহিলাম সারথে! অবিলম্বে মান্দুরা হইতে উত্তমোত্তম অশ্ব নির্ব্বাচন পূর্ব্বক রথে যোজনা কর; আমি ত্বরায় জীমূতকূটে গমন করিব। সূতনন্দন আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অনতিবিলম্বে রথ সুসজ্জীভূত করিয়া আনিল। আমি যাবতীয় সখী সমভিব্যাহারে শকট প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরোহণ করিলাম; সারথিও সময় বুঝিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ চিৎকার রব করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল; ক্ষণকালের মধ্যে হেমকূট ভূধরকে দূরবর্ত্তী করিয়া এক বৃহদরণ্যানীতে প্রবেশ করিলাম। সেই মহাটবীর মধ্যস্থিত সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত বর্ত্মাবলম্বন করিয়া মনের আনন্দে গমন করিতে লাগিলাম। সরণীর পার্শ্বস্থিত নানাজাতীয় পাদপ সমূহ শ্বেত, নীল, পীত, লোহিতাদি নানাবিধ ফল পুষ্পে অবনত হইয়া চক্ষের অনুপম প্রীতি সম্পাদন করিতেছে; বনস্পতি সকল বিশাল শাখা প্রশাখাদি নভোমণ্ডলে প্রসারিত করিয়া বৃক্ষরাজির গরিমা নাশ করিতেছে; অশ্বগণের হ্রেষারব ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, যুগপৎ উত্থিত হইয়া আরণ্যজীবীকে ইতস্ততঃ চালিত করিতেছে; বিচিত্রিত পতত্রধারী বিহঙ্গমনিচয় ভীতচিত্তে উড্ডীয়মান হইয়া, গগণস্পর্শী দুরারোহ নিচয়ে আরোহণ করিতেছে। তাহাদের পক্ষালোড়িত বিধূতানিলে আতপতাপিত পত্রাবলী, মর্ম্মর শব্দে নিপতিত হইয়া শ্রবণ

যুগল পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। এই প্রকার বনখণ্ডের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে অহর্নিশ গমন করিতে লাগিলাম।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে পর আমাদের স্যন্দন, জীমূতকূটের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সারথি অশ্বরজ্জু সঙ্কুচিত করাতে, চক্রযানের মন্দ মন্দ গতি হইল; রথ ক্রমে ক্রমে অন্তঃপুর দ্বারদেশে নীত হইলে আমি সখী সমভিব্যাহারে স্যন্দন হইতে অবরোহণ করিয়া হেমলতিকার বাসগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে, তত্রত্য মঞ্চোপরি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সমাগতা কামিনীগণ, নানা ভূষণে ভূষিতা হইয়া হেমলতিকাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আমি তথায় উপস্থিত হওয়াতে সকলেই অনিমেষ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; কেবল একমাত্র হেমলতিকা গাত্রোত্থান করিয়া আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া বসাইলেন, এবং তত্রস্থিত যাবতীয় কামিনীগণের নিকট পরিচয়াদি প্রদান করিলেন।

হেমলতিকার সমভিব্যাহারে কিয়ৎক্ষণ সম্ভাষণে অতীত হইলে পর, আমরা উভয়ে সেই বহ্বায়ত রাজপ্রাসাদের নানা স্থানে বিবিধ প্রীতিকর কার্য্যকলাপাদি অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে কোন স্থানে কলকণ্ঠাবিনিন্দিত মধুরস্বরা কামিনীগণ সঙ্গীত দ্বারা মোহিত করিতেছে; কোথাও বা নৃত্যপরা বিম্বাধরা নর্ত্তকীরা, অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতেছে; এইরূপে আমরা

চিত্তপ্রসাদজনক কার্য্যাদি অবলোকন করিতে করিতে সে দিবস অতিবাহিত করিলাম।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে হেমলতিকার প্রাসাদশিখরে উপবিষ্ট হইয়া, নানা বিষয়িণী কথায় নিবিষ্ট আছি, এমন সময়ে হেমকূট হইতে এক সন্দেশবাহিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার হেমকূট গমনের জন্য পিতা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তৎ প্রমুখাৎ যাবতীয় বিষয় যথাবিহিতরূপে অবগত হইয়া গমনার্থ রথ প্রস্তুত করিতে বলিলাম, এবং হেমলতিকাকে কহিলাম ভগিনি! তোমাকে আমার সমভিব্যাহারে গমন করিতে হইবে। তিনি আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে ইহার অনুমোদন করিলেন। তৎপরে আমরা সকলেই রথারোহী হইলে, সারথি অতি সাবধানে রথ চালনা করিতে লাগিল। রথের ধ্বজাম্বর সকল অম্বর প্রদেশে উড্ডীয়মান হইয়া অংশুমালীর কিরণজালে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। এই রূপে আমরা সকলেই মনের আনন্দে গমন করিতে লাগিলাম।

পর দিন যখন কমলিনীনায়ক ভগবান সূর্য্যদেব, উদয়গিরির শিখরাবলম্বী হইলেন, তখন আমাদের রথ এক ভীষণ-কান্তার মধ্যে উপস্থিত হইল। আমরা বনখণ্ডের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎদূর গমন করিলে আমাদের সম্মুখ দেশে গম্ভীর নিনাদে এক বজ্রপাত হইল। তখন নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম ঘন-

ঘটার কোন লক্ষণই লক্ষিত হইতেছে না; কেবল একমাত্র নীলাভ গগণমণ্ডল শোভমান রহিয়াছে। এই দৈব-বিড়ম্বন কার্য্যাবলোকনে সকলেই যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইলাম, এবং মনে মনে যে কতই বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিলাম, তাহার আর পরিসীমা নাই। বোধ হইতে লাগিল, আর যেন হেমকূটে গমন করিতে পারিব না; তদানীং চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া আমাকে যাদৃশ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, অদ্যাপি সেই সমুদয় কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে শরীর কম্পিত ও মন বিষাদনীরে অভিষিক্ত হয়। অরণ্যানী রথ্যার কিয়ৎদূর অতিক্রান্ত হইলে, অকস্মাৎ অশ্বগণ বিকট চিৎকার আরম্ভ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল; সারথিও বারম্বার কশাঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু তত্রাচ আর পদবিক্ষেপ করিতে পারিল না। আমরা ভীত-চিত্তে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলাম জগৎপতে! আপনি এই মানব সমাগম শূন্য বনপ্রদেশ হইতে ভয়শীলা সরলা-অবলা দিগকে রক্ষা করুন; অমনি দেখিলাম মাংসাশী শকুনী বায়সকুল শূন্য-মার্গে চিৎকার করিতেছে। তখন আবার অধোমুখী হইয়া কহিতে লাগিলাম দেবি বসুন্ধরে! আপনি বিদীর্ণা হইয়া আমাদের রথ-গ্রাস করুন, আমরা আজ নির্ভয়ে আপনার গর্ব্ভে বাস করি; অমনি দেখিলাম শিবাকুল ঘোর কঠোর রবে রথ-চক্রের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিতেছে। তখন অনন্যোপায় হইয়াঅরণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম বনদেবতে! আপনি এই ভীত-বিধুরা কামিনী দিগকে লইয়া কি নিমিত্ত

কৌতুক করিতেছেন? আমরা আপনার গর্ভেই অবস্থিত আছি, আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আপনার পবিত্রারণ্য কলঙ্কিত হইবে। অমনি দেখিলাম বৃক্ষরাজী সকল আলোড়িত ও বিঘূর্ণিত হইয়া, এক অভূতপূর্ব্ব ভীষণ মড় মড় শব্দ উৎপাদন পূর্ব্বক আমাদিগকে যেন তাড়না করিতেছে। যে দিকে চাহিতে লাগিলাম সেই দিক যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; তখন উপায় বিহীন হইয়া অজস্র বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে লাগিলাম। আমাদের হাহাকার রবে ভূতল বিদীর্ণ ও অশ্রুনীরে আর্দ্রীভূত হইতে লাগিল।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, বনাভ্যন্তর হইতে পিঙ্গলবর্ণ পিনাকধারী প্রায় শত শত পুরুষ বহির্গত হইল। তাহাদের রক্তাভ বিশাল-চক্ষু, অনবরত ঘূর্ণায়মান চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে; দেখিলেই মানবরূপী রাক্ষস স্বরূপ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ তাহাদের তথাবিধ ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া, আমরা তাহাদিগকে মানব কি নিশাচর, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। যাহা হউক তাহারা সকলেই আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল; আমার যাবতীয় রক্ষিবর্গ তাহাদের সমভিব্যাহারে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, অবশেষে একে একে প্রভাতকালীন তারকাজালের ন্যায় বিনাশ পাইতে লাগিল। নৃশংসদের প্রক্ষেপিত একটী পিনাক আসিয়া আমার বক্ষঃস্থলে নিখাত হইল; আমি রথ হইতে বাতাবিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হই-

লাম। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা সঞ্চার হইয়া দেখিলাম, দস্যুগণ আমার গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া হেমলতিকার কেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিল। হেমলতিকা সেই দুঃসহ দুঃখের সময় হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার তদানীন্তন আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়েরও হৃদয় বিদীর্ণ হইত। আমি তখন পর্য্যন্ত উত্তম রূপে সংজ্ঞা লাভ করিতে পারি নাই; আক্রমণকারীগণের ভূষণাপহরণ ও হেমলতিকার তথাবিধ ক্রন্দনধ্বনি স্বপ্নবৎ বোধ হই-য়াছিল। যদিস্যাৎ আমি তৎকালে স্বপ্রকৃতিস্থ থাকিতাম, তাহা হইলে কদাচ হেমলতিকার সেই প্রকার দুঃখ পরম্পরা সহ্য করিতে পারিতাম না। আমার সহচরীবর্গ, হেমলতিকাকে দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত ও আমাকে মৃতকল্প দেখিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন সময়ে গগণমণ্ডল হইতে একটী বায়স আসিয়া আমার করো-পরি আসীন হইল; তখন আমার এমন সামর্থ্য ছিল না, যে অঙ্গসঞ্চালনদ্বারা বায়সকে দূরীভূত করিয়া দেই। কেবল এক-মাত্র ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছিল; মাংসাশী পক্ষী আমাকে জীবিত দেখিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইল। এমন সময়ে আমার দস্যু গণের হৃতাবশিষ্ট হীরক মণ্ডিত দেদীপ্যমান অঙ্গুরীয়ক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বায়স বারম্বার চঞ্চুঘাত দ্বারা করশাখা হইতে অঙ্গুরীয়ক উন্মোচনপূর্ব্বক গগণমণ্ডলে প্রস্থান করিল। বসন্তকুমারী এই সমুদয় অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় যথাবিহিত রূপে বর্ণন করিয়া বসন্তসেনকে কহিলেন যুবরাজ!

তৎপরে পক্ষী যে কোন্ স্থানে গমন করিল, তাহা আমি বলিতে পারি না; দৈবজ্ঞপুরুষ প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম, বায়স অঙ্গুরীয়ক লইয়া কাম্যবনে ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছে। নাথ! মনুষ্যগণ যত বিপদ-সাগরে পতিত হউন না, তাঁহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, যদি দৈবপ্রসন্ন থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাদের কিছুই আশঙ্কা থাকেনা। আর তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত যত কৌশল ও যতবুদ্ধি প্রকাশ করেন, যদি তাহা দেবতাদের নিতান্ত অনভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে তাঁহাদের সেই সমুদয় কৌশলজাল এরূপ এক অঘটনীয় ব্যাপার সহকারে ব্যর্থীভূত হইয়া যায়, যে তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতে পারেন না, এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

বসন্তসেন নৃপতনয়া প্রমুখাৎ এই অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণে, যার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন প্রিয়ে! তার পর! তার পর! বায়স অঙ্গুরীয়ক লইয়া প্রস্থান করিলেতুমি কি প্রকারে হেমকূটে প্রত্যাগমন করিলে? বসন্তকুমারী কহিলেন যুবরাজ! তৎপরে আমার উত্তম রূপে সংজ্ঞালাভ হইলে, অনেক কষ্টে অপেক্ষাকৃত গতক্লম হইয়া রথারোহণ করিলাম, এবং স্বয়ং সারথ্যে নিযুক্ত হইয়া দেব প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে হেমকূটে উপস্থিত হইলাম। বসন্তকুমারী এই সমুদয় বিষয় যথাবিহিত রূপে বর্ণন করিয়া বসন্তসেনকে কহিলেন হে দয়িত! আমি, যে দৈবানুগ্রহে এই সমুদয় বিপদরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, আবার তাঁহাদের অসামান্য অনুগ্রহে আপনি আমার এই দেবজন-দুর্লভ যৌবনোদ্যানের নায়ক

হইয়াছেন। নাথ! প্রার্থনা করি এই অনন্যসাধারণ হৃদয় রাজ্যে অটল বিহারী হউন।

বসন্তসেন রাজবালার বচনচাতুর্য্য শ্রবণপূর্ব্বক পরমাপ্যায়িত হইয়া কহিলেন বিদগ্ধে! তোমার অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ের হৃদয় দ্রবীভূত ও অন্তরাত্মা অভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে আপ্লুত হয়। প্রিয়ে! আমি আপাততঃ আপনকার নিকট কিছুদিনের নিমিত্ত বিদায় লইতেছি, এই বলিয়া তিনি যে স্থানে যে অভিপ্রায়ে যাইতেছেন, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। শুনিয়া বসন্তকুমারী বিধূতকলেবরে আপনার বাহুব্রততী নৃপনন্দনের গলদেশে বিনিবেশিত করিয়া কহিলেন হে জীবিতেশ্বর! আমি আপনকার বিরহে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আমি ক্ষণকালের নিমিত্তে আপনাকে চক্ষের অন্তরাল করিলে, সমস্ত জগৎ তিমিরময় দেখিব। যদি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে হয় আমাকে আপনকার সমভিব্যাহারিণী করুন, নতুবা হেমকূট হইতে কুত্রাপিও পদবিক্ষেপ করিতে পারিবেন না। বসন্তসেন দয়িতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! তুমি এই উভয়বিধ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর; আমি নিশ্চয় বলিতেছি স্বকার্য্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার এইস্থানে উপস্থিত হইব, এই বলিয়া সন্নিহিত পরিচারিকাকে এক সুলক্ষণাক্রান্ত শ্বেতবর্ণ অশ্ব সুসজ্জিত করিতে বলিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইলে, তিনি হেমকূট হইতে অশ্বা-

রোহণ পূর্ব্বক অভিপ্রেত স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে বসন্তকুমারী একান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া ভাবী প্রিয়-সমাগম-প্রত্যাশায় কথঞ্চিৎ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

বসন্তসেন প্রস্থান করিলে পর, বসন্তকুমারী বিরহ শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া যারপরনাই কষ্টে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরীবর্গ তাঁহাকে দিন দিন ক্ষীণা ও বিবর্ণা হইতে দেখিয়া, তদীয় চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ সর্ব্বদাই তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও নানা প্রীতিদায়ি বাক্য দ্বারা এরূপ ভুলাইয়া রাখিতেন, যে তিনি অন্য কোন দিকে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ তাহারা যত যত্ন ও যত কৌশল করিত, ততই তাঁহার বিরহানল উত্তরোত্তর প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকে ব্রীহিত্বকাগ্নির ন্যায় দগ্ধীভূত করিত। তিনি কখন কখন কার্য্যব্যপদেশে আপনার সহচরীবর্গকে স্থানান্তরিত করিয়া, অশ্রুবদনে স্বীয় পতি-বিরহ-বিষয়ের অনুধ্যানে রত হইতেন। কেহ কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার নিকটে গমন করিলে তিনি সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই স্থান হইতে বিদায় করিয়াদিতেন।

একদিন দিবাবসানে চন্দ্রমালানাম্নী বসন্তকুমারীর সহ-

চরী, তাঁহার সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ভর্তৃ-দারিকে ! কোথাকার এক অপরিচিত পুরুষ আসিয়া আপনকার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিতেছেন হা সখে বসন্তসেন ! তুমি কোথায় রহিলে ? তোমার বিরহে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব ? হা বিধাতঃ ! আমার সখা কি অদ্যাপি ভূলোকে বিচরণ করিতেছেন, না একেবারেই তিনি করাল কালের কুক্ষিসাৎ হইয়াছেন ? হা মিত্র ! আমি তোমার জন্যে পর্ব্বত, কন্দর প্রভৃতি অতি নিভৃত স্থানও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অন্বেষণ করিয়াছি, তথাপিও কোন স্থানে তোমার পদচিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। তুমি মনে করিয়াছ যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই নানা ক্লেশের নিদানীভূত পৃথ্বিমণ্ডল হইতে অপসারিত হইবা। কিন্তু তাহা কখনই হইবে না, তোমার যে মিত্র অতি শৈশবাবধি তোমার সমভিব্যাহারে একত্র শয়ন উপবেশনাদি করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তুমি কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ ? আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারিব তুমি কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছ, সেই মুহূর্ত্তেই আমি এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরকে নিপাতিত করিয়া তোমার অনুগামী হইব।

বসন্তকুমারী চন্দ্রমালার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন সখি ! তুমি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন কর ; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তিনি যুবরাজের একজন পরম হিতৈষী মিত্র হইবেন। তাঁহাকে দেখিলেও আমার চিত্তচাঞ্চল্য আপাততঃ অনেকাংশে দূরীভূত

হইবে। তিনি বহুকালাবধি তদীয় মিত্রের দর্শন নাপাইয়া এক্ষণে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন। আমি তৎ-প্রমুখাৎ যুবরাজের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া অপে-ক্ষাকৃত সুস্থমনা হইতে পারিব। অতএব তুমি আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যুবরাজের বিষয় যথাবিহিতরূপে বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই স্থানে আনায়ন কর, এই বলিয়া তিনি চন্দ্রমালাকে বিদায় করিলেন।

নৃপতনয়া চন্দ্রমালাকে বিদায় করিয়া প্রতিক্ষণেই তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায়! এক যুবরাজের অদর্শনে যে কত স্থানে কত জন মহা অসুখে সময়াতিপাত করিতেছেন তাহার আর অবধি নাই। হত বিধাতা কি এই সকল মনুষ্যদিগকে সুখী করিবেন না? তাঁহার মাতা পিতা হয়ত এত দিন পুত্র বিরহে নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমরাও ক্রমে ক্রমে সেই পথের পান্থ হইতেছি। বিধাতার কি এই সকল মনুষ্যদিগকে অকালে কাল গ্রাসিত করাই অভিপ্রেত হইয়াছে? নতুবা তিনি কদাচ আমাদিগকে এবম্বিধ দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করি-তেন না। যাহাহউক আমরা যুবরাজের বিচ্ছেদে যেমন অজস্র শোক দহনে দগ্ধীভূত হইতেছি, তিনিও বোধ করি আমাদের বিরহে তদ্রূপ হইতেছেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে তিনি ত্বরায় উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষের শোক দহন

নির্ব্বাপিত করিবেন। আর বিশেষতঃ তিনি যাইবার সময় আমার হস্তধারণ করিয়া বারম্বার বলিয়া যান যে প্রিয়ে! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পুনর্ব্বার এইস্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিব। তিনি এই রূপ নানা বিষয়িণী চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে চন্দ্রমালার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ দীন ভাবে আসিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন চন্দ্রের ন্যায় ম্লানভাব অবলম্বন করিয়াছিল; গণ্ডদেশে বিশুষ্ক অশ্রুবিন্দু সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল, বোধ হইতে লাগিল যেন ভগবান কুমদিনীনায়ক কলঙ্কধারী চন্দ্রমা ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি বৃষায়ণকে আগত দেখিয়া উপবেশনার্থ তাঁহাকে এক আসন প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে গাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলেন মহাভাগ! আপনকার মিত্র আমা-দিগকে দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি বসন্তসেনের বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

বৃষায়ণ, রাজবালাও তৎসহচরীবর্গের ভাবাবলোকনে যার পর নাই ব্যথিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজতনয়ে! আমি বন্ধুর শোকে নিতান্ত সন্তাপিত আছি, আবার এক্ষণে তোমাদের দুঃখের পরা-কাষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি যত দিন পর্য্যন্ত অনুদ্দিষ্ট মিত্রের কোন অনুসন্ধান

করিতে নাপারিব, ততদিন আমি কোন ক্রমে এ হৃদয়কে সুস্থির করিতে পারিব না। আমি মিত্র শোকে নিতান্ত পাগলের ন্যায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি; তত্রাপিও কোন স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান পাইতেছি না। যদি তিনি আমাদের ভাগ্যবশতঃ এই ভূলোকে বর্ত্তমান থাকেন, তবে অবশ্যই আমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব; আর তাহা নাহইয়া একেবারেই যদি কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, তবে আমিও অচিরাৎ তাঁহার অনু গামী হইব।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্তকুমারী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃষায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হত বিধাতা আমাকে যাবজ্জীবন দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত, আমার নারী জন্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; আমি যে পরম সুখে কালক্ষেপণ করি ইহা তাঁহার নিতান্ত অন-ভিপ্রেত। যদি তিনি প্রসন্ন থাকিতেন, তাহা হইলে আমাকে কদাচ এবম্বিধ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতে হইত না। যখন আমি রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন বোধ করিলাম যে দৈব প্রসন্ন বশতঃ এই সমুদয় কার্য্য ঘটনা হইতেছে। এক্ষণে জানিলাম সেই সমুদয় আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশদায়ী হইয়া উঠিয়াছে। বৃষায়ণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেবি! আপনি অন্তঃকরণ হইতে দুর্ভাবনাকে দূরীভূত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে; বৃথা দৈবের প্রতি দোষার্পণ করিয়া দেহকে কলুষিত করিবেন না। যখন

মনুষ্যগণ সৌভাগ্য সোপানে আরোহণ করেন, তখন তাঁহারা দৈব প্রসন্ন হইয়াছেন বলিয়া ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করেন; আর যখন তাহা হইতে পদস্খলন হইয়া পড়েন তখন তাঁহারা দৈব অপ্রসন্ন হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্রষ্টার প্রতি দোষারোপ করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, সকলকেই আত্মকৃত সদসৎ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। আপনি নিতান্ত অবিবেকীর ন্যায় হইয়া দৈবের প্রতি দোষার্পণ করিবেন না। অপরিণামদর্শী মনুষ্যেরাই হিতা-হিত পরিবেদনা বিহীন হইয়া উক্তবিধপ্রকারে প্রত্যবায় গ্রস্থ হইয়া থাকে। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, বৃষায়ণ গাত্রো-ত্থান করিয়া বসন্তকুমারীকে কহিলেন দেবি! বন্ধুহীন হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য জ্ঞান করি; অতএব আমি তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইব। যদিস্যাৎ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শন পাই, তবে আমি পুনর্ব্বার তৎসমভিব্যাহারে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব; নতুবা এইদেহ অচিরাৎ মৃত্তিকায় বিলীন হইবে জানিবেন, এই বলিয়া বিরস বদনে তথাহইতে প্রস্থান করিলেন।

বৃষায়ণ প্রস্থান করিলে পর, বসন্তকুমারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার গন্তব্য পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহি-লেন। যখন তিনি দেখিলেন বৃষায়ণ তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে করিতে শোক-

ন্তরে মৌনী হইয়া রহিলেন। হেমমালা তাঁহার এবম্ভূত দশাবলোকনে নিতান্ত কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন দেবি! অবিবেকীর ন্যায় নিরন্তর শোকাচ্ছন্ন হইয়া আপনকার কলেবর চর্ম্মাবৃত কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সুখে গাম্ভীর্য্য, দুঃখে সৌম্যভাব, শোকে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই মহাত্মাদিগের প্রকৃত গুণ; নিরবচ্ছিন্ন অন্তরসারবিহীন অকিঞ্চিৎকর শোকের বশীভূত হইলে, তাহাতে ভবৎসদৃশ মহানুভবা কামিনীদিগের দুর্নাম আছে। অতএব অন্তঃকরণহইতে দুর্নিবার শোকদাহের শান্তি করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; আর মনকে ক্লেশিত করিবেন না।

একদিন নৃপতনয়া, আপনার সখীকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া বসন্তসেন সম্বন্ধীয় কথায় নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে নগরের চতুর্দিক্ আনন্দ সূচক কম্বু নিনাদে পরিপূর্ণ হইল। বসন্তকুমারী তত্ত্বানুসন্ধানার্থ চন্দ্রমালাকে প্রেরণ করিলেন। চন্দ্রমালা যাবতীয় বিষয় যথাবিহিতরূপে অবগত হইয়া আসিয়া কহিতে লাগিলেন সখি! জীমুতকূটের অধিপতি রাজা বীরসেনের তনয়া শরদযামিনী যে দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে আপনকার পিতৃ সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার পিতা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত-চিত্তে কহিয়াছেন বৎসে! বহুকালাবধি ত্বদীয়পিতামাতা তোমাকে নাদেখিতে পাইয়া তোমার জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন; এক্ষণে তুমি দৈবানুগ্রহে আমার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছ; তোমার পিতা আমার পরম মিত্র, আমি অবিলম্বেই তোমাকে তৎ-

সমীপে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া রাখিয়াছেন।

চন্দ্রমালা প্রমুখাৎ এই সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিয়া, বসন্তকুমারী কহিলেন আমার প্রিয় সখী হেমলতিকার অগ্রজা যে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, শুনিয়া অপ্রতিম আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলাম। তুমি ত্বরায় যাও, তাঁহাকে অতি শীঘ্রই এইস্থানে আনায়ন কর। তাঁহাকে দর্শন করিলেও আমার এই অভূতপূর্ব্ব চিত্তচাঞ্চল্য, অনেকাংশে নিবারিত হইবে।

চন্দ্রমালা নৃপতনয়ার বাক্যানুসারে অবিলম্বে শরদযামিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তদীয় আবাস ভবনে উপস্থিত হইলেন। বসন্তকুমারী তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পল্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, তাঁহার করধারণ করিয়া আপনার পার্শ্বদেশে বসাইলেন, এবং উভয়ে নানাবিষয়িণী কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে তাঁহাদের কিয়ৎক্ষণ সম্ভাষণের পর, বসন্তকুমারী পরম-কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শরদযামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগিনি! আপনি কিপ্রকারে সেই অসংখ্য হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্যানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন? সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার শুশ্রূষাবৃত্তি নিবারণ করুণ। শরদযামিনী বসন্তকুমারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে জৈমূতি! সেই সমুদয় দুর্নিবার দুঃখে আমি যে প্রকার যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিলে কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; অতএব তুমি এবিষয় হইতে নিবৃত্ত হও। নৃপতনয়া শ্রবণ করিয়া

কহিলেন আপনার বনগমন বৃত্তান্ত যত কেন নিষ্ঠুর হউক না, আপনাকে আমার নিকট বর্ণন করিতে হইবে।

শরদযামিনী বসন্তকুমারীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কহিলেন কুমারি! শ্রবণ কর। দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতের পর, আমি এক দিন আমার প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি, এমন সময় গগনমণ্ডলে বলাহকের ধ্বনি হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক গাঢ় তিমির জালে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি ভীষণ ঘূর্ণায়মান বায়ুর আবির্ভাব হইল। বাত্যার অসামান্য ক্ষমতা প্রভাবে ক্ষণকালের মধ্যে মহাবিটপী সকল ভূতলশায়ী হইতে লাগিল, পৃথিবীস্থ রজোরাশি উড্ডীয়মান হইয়া সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আমি অনলসখের তাদৃশ ভীষণ ভাবাবলোকন করিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলাম। কিন্তু পাদবিক্ষেপ করিতে না করিতেই এক প্রকাণ্ড মারুতহিল্লোল আসিয়া আমাকে গগনমার্গে উড্ডীয়মান করিল। আমি ভীষণ বাত্যাঘাতে হতচেতনা হইয়াছিলাম; সুতরাং তৎকালে আর কি ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহা আমার জ্ঞানাতীত। কিয়ৎক্ষণ পরে গাঢ়নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চেতনা সঞ্চার পাইয়া দেখিলাম, এক বৃহদরণ্যানীর কুক্ষিগত হইয়াছি সেই অটবীর কুত্রাপিও মনুষ্যের গমনাগমন নাই, দেখিলেই বোধ হয় যেন বনদেবতা, বসন্তঋতু সমভিব্যাহারে সেইস্থানেই বিরাজমান আছেন। কাননস্থ নানা জাতীয় বৃক্ষমালা ফলপুষ্পে অবনত হইয়া নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে; সুমন্দ

মারুত হিল্লোলালোড়িত বিধুতপত্রাবলীর সর্‌সর্ শব্দ, কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া অনুপম সুখ প্রদান করিতে লাগিল; আতপতাপিত বিহঙ্গমনিচয় বনের অসূর্য্যম্পশ্যভূখণ্ডস্থ বৃক্ষাবলীতে আরোহণ করিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেছে। বোধ হইতে লাগিল যেন আরণ্যদেবীর পূজার বিধানে স্থানে স্থানে নানা জাতীয় পুষ্প নিচয় সুসজ্জিত রহিয়াছে; কেহবা বীণাবাদন, কেহ বা চামর ব্যজন, অন্য কেহবা বেদাধ্যয়ন করিতেছে। আমি এইরূপে মহারণ্যের অশ্রুত-পূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য জন-মন-রঞ্জন মোহনশোভা-পরম্পরা অবলোকন করিতে করিতে, এক অপূর্ব্ব হ্রদের তটদেশে উপস্থিত হইলাম। সেই হ্রদ বিবিধ পদ্মমালায় সুশোভিত রহিয়াছে; ভৃঙ্গকুল মধুলোভে অন্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে গুন্ গুন্ রব করিতেছে; অচলবিনিন্দিত দন্তীযূথ হ্রদ-সলিলে অবগাহন করিয়া মৃণাল ভক্ষণ পূর্ব্বক পদদলে অমল-কমল-দল দলন করিতেছে, রাজ হংসাবলী জললীলা ও ক্রৌঞ্চমিথুন তীর দেশে মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে; স্থানে স্থানে কুরঙ্গিনী নিচয় দৃষ্টি পথে পতিত হইতে লাগিল, এই প্রকার কানন সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে সেদিবস সেই স্থানে যাপন করিলাম।

পরদিন রজনী প্রভাত হইবা মাত্র শষ্প-তল্প হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম, আরণ্যজীবি সকল সভয়চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে; মধ্যে মধ্যে ঘোর কোলাহল ধ্বনি শ্রাবণ গোচর হইতে লাগিল। অনতি বিলম্বে সহস্র সহস্র তীবর সৈন্য আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইল, তাহা-

দের দীর্ঘাকার, দীর্ঘশ্মশ্রু, চক্ষুস্বভাবতঃ রক্তিম, দেখিলেই মানব রূপী রাক্ষস স্বরূপ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অল্পক্ষণপরেই কিরাতদিগের দৃষ্টিপথেপতিত হইলাম; তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র আমার করদ্বয় বন্ধন করিল। আমি এইরূপে বন্ধন দশায় উপস্থিত হইয়া সেই কিরাতদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলাম। তৃতীয় দিবস অতীত হইলে পর, যখন কমলিনী-নায়ক উদয় গিরির শিখরদেশে আরোহণ করিলেন, তখন তাহারা আমাকে এক ভগ্নঅট্টা-লিকার মধ্যে উপস্থিত করিল; অল্পক্ষণ পরেই আমি তাহাদের অধিপতি সমীপে নীত হইলাম। দেখিলাম সেই শবরাধিপ, এক অত্যুন্নত কাষ্ঠাসনে আসীন হইয়া স্বীয় প্রকৃতি পুঞ্জের হিত চর্চ্চা করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র ত্বদীয় অন্তঃপুরস্থ এক নির্জ্জন প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। আমি তথায় অহোরাত্র হাহাকার রবে কারাগৃহ বিদীর্ণ করিতাম। আমার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুর-বাসিনী কিরাত বধূগণ, সর্ব্বদাই আমার নিকট গমনাগমন করিতেন। কখন কখন কিরাত-রাজ-পুরন্ধ্রী আসিয়া স্বীয় তনয়ার ন্যায় সস্নেহ সম্ভাষণে কহিতেন বৎসে! ধৈর্য্যাবল-ম্বন কর; তোমার দুঃখ অচিরাৎ মোচন হইবে, আমার আরাধ্য দেবতারাই তোমার মঙ্গল করিবেন। তাঁহার এবম্বিধ স্নেহ দেখিয়া আমি তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতাম, তিনিও আমার প্রতি অমায়িক ভাব প্রকাশ করিতেন। এতাবৎকাল বনবাসিত হইয়া যে অসহ্য শোক দহনে সন্তাপিত হইয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে তাহা

কিরাত বধূদিগের সমাগমলাভে ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। বনরাজীতে দুর্দ্ধর্ষ্য শবরদিগের যাদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ও নির্ম্মমতার কার্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলাম, ইহাঁদিগের সেই সকলের কোন লক্ষণই লক্ষিত ছিল না। কিরাতিনী-গণের সকলেরই অপরূপ রূপ মাধুর্য্য; কেশগুচ্ছ লম্বমান হইয়া নিতম্বদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে, এমন কি! কোন রাজ-বংশেও সেরূপ রূপবতী কামিনী জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহাদের শরীর অনলঙ্কৃত হইয়াও, কেবল একমাত্র রূপাল-ঙ্কারে অলঙ্কৃত; যখন তাঁহাদের নিতান্ত অলঙ্কারে বাসনা হইত, তখন তাঁহারা বনরাজী-তরু-বল্লীর কুসুম মালায় ভূষিত হইতেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থাতে অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলে, বোধ হইত বনদেবতারাই যেন পরিভ্রমণ করিতেছেন। হতবিধাতা কি নিমিত্ত যে সেই রমণীরত্নদিগকে তাদৃশ নৃশংসের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। অদ্যাপিও তাঁহাদের সেই মন-মোহিনীমূর্ত্তি আমার চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। যাহাহউক এইরূপে তাঁহাদের সহবাসে, কিরাত রাজতনয়ার সহিত আমার অকৃত্রিম প্রণয় জন্মিল; তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাকিয়া আমার চিত্তবিনোদন কার্য্যে তৎপর হই-তেন এবং কখন কখন কেশ বিন্যাস করিয়াও দিতেন। বনবাস জনিত আমার অন্তঃকরণে যে বিষম দুঃখের আবি-র্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই ছিল না। আমি যাবতীয় কিরাত-তনয়ায় পরিবেষ্টিত হইয়া বনপুষ্পে ভূষিত হইতাম ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে অরণ্যের নানা নৈসর্গিক

শোভা সন্দর্শন করিয়া বেড়াইতাম। বস্তুতঃ আমি তথায় কারাবাসিনী থাকিয়াও প্রকৃত সুখানুভব করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর, আমি এক দিন আমার সেই বাসগৃহের শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া অরণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম কালান্তকের দূত স্বরূপ কতকগুলি শবর সৈন্য, কোন এক যুবাপুরুষকে বন্ধন করিয়া আনিতেছে। তাঁহাকে দেখিলেই কোনমতে হীন বংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না, মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন চন্দ্রের ন্যায় ম্লান হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর-কান্তিতে বোধ হইতে লাগিল যেন দিক্ সকল দীপ্তিময় করিতেছে। যাহাহউক তিনি অনতি বিলম্বে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, রাজা তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া হা পুত্র! তুমি কোথায় রহিলে, তোমাকে আর আমি কি দেখিতে পাইব? তোমার জন্যে আমি কত শত চর নিযুক্ত করিয়াছি, কিন্তু কেহই তোমার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, এবং তোমাকে কোন মানব অথবা মানবী নিহত করিয়াছে বিবেচনা করিয়া যে কত মনুষ্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহার আর সংখ্যা নাই। এই বলিয়া তিনি সেই যুবাপুরুষের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন ভদ্র! তোমাকে সন্দর্শন করিয়া আমার পুত্র বিয়োগ দুঃখ অনেকাংশে নিবারিত হইয়াছে, আমার তনয় যদি পুনরায় প্রত্যাগমন করেন, তবে তোমাকে যথেচ্ছা গমন করিতে দিব; নতুবা উত্তরকালে তুমি আমার এই

বিশাল রাজ্যখণ্ডের অধিকারী হইবে, এই বলিয়া তাঁহাকে আমি যেস্থানে বাস করিতে ছিলাম, তথায় প্রেরণ করিলেন।

তিনি আমার বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া অধোবদনে বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া আমার বনবাস-দুঃখ পুনর্ব্বার নবভাবাপন্ন হইতে লাগিল, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলাম মন! তুমি সুবর্ণপিঞ্জরে শুকের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া কি আত্ম বিস্মৃত হইয়াছ? এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে অভ্যাগত পুরুষ, আপনার অশ্রুবারি সংবরণ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন সুন্দরি! আপনাকে দেখিয়া সুপ্রতীতি হইতেছে যে, আপনি কোন রাজ অথবা তৎসদৃশ অন্য কোন বশংসম্ভূতা হইবেন; আপনকার পক্ষে এবম্বিধ বাকপথাতীত কষ্ট নিতান্ত দুঃসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; আপনি কি প্রকারে এই নৃশংসদের করতলস্থ হইয়াছেন? যদিচ সেই সময়ে আমার মন দুর্নিবার শোকদহনে সন্তাপিত হইতেছিল; তত্রাচ তাঁহার বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে পারিলাম না। আমি যেরূপ দুর্ব্বাসার আভিসম্পাতগ্রস্ত ও বনে আসিয়া কিরাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম তাহা সমুদয় আনুপূর্ব্বক বর্ণন করিলাম।

বর্ণনা-সমাপ্তি হইলে পর, তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখপদ্ম পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিকসিত হইল, সুন্দরাননে

হাস্য লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল, বোধ হইল, তিনি আপনার কোন চিরাভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আবার ম্লান বদনে বাষ্প-বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অকস্মাৎ হর্ষে বিষাদিত হইতে দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিয়ৎকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়া তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত স্থির চিত্ত দেখিয়া বিনয়-পূর্ণবচনে কহিতে লাগিলাম মহাপুরুষ! আপনকার অবস্থাবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ যার পর নাই সন্দেহাকুল হইয়াছে; অতএব অনুগ্রহপরতন্ত্র হইয়া আপনকার পরিচয় প্রদানে আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি কহিলেন সরলে! আমি আপনকার বিষয় যথাবিহিত রূপে অবগত আছি, এবং এক্ষণে আপনকার এবম্বিধ দুর্দ্দশাবলোকন করিয়াই ক্রন্দন করিতেছিলাম। কিন্তু আপনি এক্ষণে আমার পরিচয় জানিবার বাঞ্ছা পরিত্যাগ করুন, যদি দৈব প্রসন্ন হন, তবে ভবিষ্যতে সমুদয় বিষয় জানিতে পারিবেন। আমি তাঁহাকে আত্ম পরিচয়ে পরাঙ্‌মুখ হইতে দেখিয়া আর কখন সে বিষয়ের উল্লেখ করিতাম না।

কিয়ৎদিবস অতীত হইলে পর, একদিন আমরা উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া মুক্তিলাভের চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একজন অন্তঃপুর পরিচারিকা আসিয়া আমার পার্শ্বোপবিষ্ট পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে

লাগিল কুমার! আমি রাজ-পুরন্ধ্রীর আজ্ঞানুসারে যাহা অবগত করাইতেছি, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। অদ্য নিশীথ সময়ে রাজভবনে এক মহা-মহোৎসব সম্পাদন হইবে। সেই সময়ে সুবর্ণ যষ্টিধারী কোন পুরুষ আগমন করিলে আপনি তৎসমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া যাইবেন; আর কখন এপথে পদার্পণ করিবেন না। সাবধান, যেন রাজ্যলোভে লোলুপ হইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইবেন না, তাহা হইলে আপনকার বিলক্ষণ অত্যাহিত ঘটিবার সম্ভাবনা, এই বলিয়া পরিচারিকা তথাহইতে প্রস্থান করিল।

মহানুভব পুরুষ, আপনার মুক্তিলাভের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিন্দুমাত্রও হর্ষ প্রকাশ করিলেন না; বরং পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিকতর বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎপরে আমার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন সখি! আমি তোমাকে এই নৃশংসদের হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন্ স্থানে গমন করিব? যদি আমার উদ্ধারার্থ কেহ উপস্থিত হয়, তবে তুমি তৎসমভিব্যাহারে গমন করিও। আমি তাঁহার এইবাক্য শ্রবণে ক্রন্দন করিতে করিতে ত্বদীয় চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলাম সৎপুরুষ! এ অভাগিনী হইতে এতাদৃশ নিষ্ঠুর কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইবে না; আমাকে যদি চিরজীবন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হয়, তাহাও স্বীকার; তত্রাচ এ পাপীয়সী আপনাকে এবম্ভূত অবস্থায় রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে পারিবেনা। যাহা হউক পরিশেষে আমি তাঁহার বাক্যের আর অন্যথাচরণ

করিতে পারিলাম না; তিনি আমাকে স্বদীয় পরিধেয় প্রদান করিলেন; আমিও সেই মুহূর্ত্তে পুরুষবেশ ধারণ করিয়া পথ প্রদর্শকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতি-বিলম্বে, সেই যষ্টিধারী পুরুষ আমাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে আমি মুক্তিদাতাকে প্রণাম করিয়া তৎসমভি-ব্যাহারে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলাম; তিনি আমাকে এক ক্ষুদ্রবর্ত্ম দেখাইয়া দিয়া কহিলেন আপনি এই পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত গমন করুন; তাহা হইলে এক সুবিশাল রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবেন। আমি তাহার উপদেশানুসারে অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনেক দিবসের পর এইস্থানে উপস্থিত, এবং সৌভাগ্যক্রমে স্বীয় পিতার মিত্রহস্তে পতিত হইয়াছি।

বসন্তকুমারী এই সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরদযামিনীকে কহিলেন সখি! আপনি এক্ষণে দেবতাদের কৃপাবলে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু যে মহাত্মা পুরুষ আপনার দুর্দ্দশার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এতাদৃশ অসামান্য পরোপকার সাধনে মানব জন্মের সার্থক্যসাধন করিয়াছেন, অহর্নিশ দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করি তিনিও অচিরাৎ মুক্তিলাভ করুন, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে পর, একদিন রাজবালা আপনার সহচরী নিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় পুষ্পকাননে ভ্রমণ করিতে গেলেন। তাঁহারা উদ্যানদ্বারে উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন এক শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গম চতুর্দ্দিকে

বিচরণ করিতেছে, এবং অশ্বের গলদেশে এক তমালপত্র আবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন তমালপত্রের ঊর্দ্ধদেশে বসন্তসেন নামাঙ্কিত রহিয়াছে, এবং নিম্নে লিখিত আছে যে চারুচরিতে! আমি নিবিড় বন মধ্যে দুর্দ্ধর্ষনিশাচর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি; পুনর্ব্বার আপনার সহিত যে সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম তাহা এই অবধি শেষ হইল।

লিপি পাঠ করিবামাত্র, বসন্তকুমারী বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী ও হতচেতনা হইলেন। তাঁহার সহচরীবর্গ হায়! কি হইল বলিয়া কেহ ক্রোড়দেশে ধারণ, কেহ বা অঞ্চলদ্বারা ব্যজন, অন্য কেহ বা পুষ্পদল তাঁহার নাশিকাগ্রে ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাঁহার আর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিশ্চয় পার্থিবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, সকলেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোক উদ্দীপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল; যে স্থানে যাওয়া যায় সেই স্থানে দেখা যায় যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একমাত্র অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিতেছে; গাভী সকল ঊর্দ্ধপুচ্ছে, ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; শিশুসন্তানেরা স্বীয় স্বীয় জননীর ক্রোড়দেশে আসীন হইয়া তাঁহার অশ্রুবিন্দ্বার্দ্রিত মুখমণ্ডল স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছে। নাগরিকবর্গের হাহাকার রবে ও বাষ্পবারি বর্ষণে ভূতল বিদীর্ণ ও আর্দ্রীভূত হইতে লাগিল।

বসন্তকুমারী তৎকালে পৃথিবীর যাবতীয় রমণীকুলের ভূষণ স্বরূপা ছিলেন, তাঁহার অনুপম গুণ-কীর্ত্তিরাশি, দিগ্ দিগন্তব্যাপিনী হইয়াছিল। এবম্বিধ অসামান্যা রূপবতী কামিনীর রূপই ধন্য! যেরূপ দ্বারা তিনি দেববালাদিগকে-ও পরাজিত করিতেন; এবম্বিধ অসাধারণ পতিরতা কামিনীর পতিভক্তিই ধন্য! যে পতিভক্তি ভূমণ্ডলে অন্যান্য স্ত্রীজাতির পক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; এবম্বিধ অলৌকিক সাধ্বী সরলাশয়া কামিনীর সাধুতাই ধন্য! যে সাধুতা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান থাকিত। বিধাতা তাঁহাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত করিয়াছিলেন; অদ্যাপিও তাঁহার সেই সমুদয় গুণ, যাবতীয় নারীমণ্ডলীর গরিমা নাশ করিয়া আসিতেছে। যদি ভূমণ্ডলে সকল স্ত্রী-জাতিই তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে আর সুখের অবধি থাকিত না।

প্রথম খণ্ড।

সম্পূর্ণ।